তোমারই !

(প্রেমময়ী-নাটিকা)

"মহাভারত-নাট্যকাব্য" প্রণেতা

স্বর্গীয় কবি

প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিরচিত।

১৩০৮ সাল, ২১শে অগ্রহায়ণ শনিবার,

ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

শ্রীসতীন্দ্র সেবক নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

PRINTED BY P. C. MOOKERJEE & SONS,
At the Full Moon Printing Works, 24, Beadon Street, E. C.
CALCUTTA.
1901.

মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র

অশেষগুণ-বিতরণ-যশস্ক

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ

স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আপনার বড় সাধের "তোমারই" প্রকাশ করিবার ভার আমার উপর দিয়াছিলেন। আমি যখন আপনার আদেশানুযায়ী "তোমারই" মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিলাম, তখন আপনি রোগ-শয্যায় শায়িত। রোগশয্যায় "তোমারই"র মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং যাহাতে শীঘ্র প্রকাশিত হয় তাহার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! আজ আপনার সেই সাধের "তোমারই" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই একটী সুখস্বপ্নের মত অন্তর্হিত হইলেন। আপনি যে একবার মুদ্রিত "তোমারই" দেখিয়াও গেলেন না, আমার এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়?

"খোদা! আমি তোমারই" এই প্রাণের কথাটী বুঝি পরমেশ্বরের নিকট পৌঁছিয়া ছিল—তাই বুঝি তিনি আর থাকিতে পারিলেন না—আপনার চরিত্রের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, দেবত্ব—লোকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবার পূর্ব্বেই—প্রভাতের শিশির স্নাত প্রকৃতির শান্তিময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ হইতেই সেই পবিত্র সময়ে জগৎ পিতা আপনার কোলে—তাঁহার আদরের সন্তানকে টানিয়া লইলেন।

আজ আমি সেই মুদ্রিত "তোমারই" লইয়া আপনার শ্রীচরণ প্রান্তে উপস্থিত। পুস্তক খানির মুদ্রণ কার্য্য হয় ত আপনার মনের মতন হয় নাই। কিন্তু যে দিন হইতে আমি আপনার নিকট পরিচিত সে দিন হইতেই আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন; সেই ভরসায় আপনারই সাধের "তোমারই" আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। আজও বোধ হয় আমি সে স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইব না; দেবলোকে বসিয়া "তোমারই" প্রকাশের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করুন।

কলিকাতা,
৬ইপৌষ ১৩০৮ সাল।

আপনার শোকসন্তপ্ত পুত্র—প্রতিম
সতীন্দ্র

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ—

পুরুষগণ

সমস্থদ্দীন ... ... বোগ্দাদের নবাব।

আমীরুদ্দীন ... ... ঐ পালিত পুত্র।

গোলামকাদের ... ... ঐ বন্ধু।

হায়দার আলি ... ... গোলেনার পিতা।

ইব্রাহিম ... ... ধনী যুবক।

কোৎলু ... ... ঐ বন্ধু।

ফৈজু ... ... ঐ বন্ধু।

কাশেম ... ... হায়দার আলীর অনুচর।

দরবারি ... ... ভৃত্য।

রক্ষিগণ, খোজাগণ, বরযাত্রীগণ, হরবেশী বালকগণ, ইত্যাদি।

গুলজার সমস্থদ্দীনের বেগম।

গোলেনা হায়দারআলীর কন্যা।

আমিনী ঐ সখী।

জুলেখাঁ ঐ সখী।

সোহিনী দরবারীর প্রণয়িনী।

আমিরণ গোলেনার মাতা।

বৃদ্ধা গোলেনার ধাত্রী।

বাঁদিগণ, নর্ত্তকীগণ, পরিচারিকা, চিড়িয়া রক্ষক ও তৎপত্নীগণ ইত্যাদি।

১৩০৮ সাল, ২১শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

সমসুদ্দীন	শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ পাঠক।
আমীরুদ্দীন	,, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।
গোলামকাদের	,, অহীন্দ্রনাথ দে।
হায়দার আলি	,, নটবর চক্রবর্ত্তী।
ইব্রাহিম	,, দেব কণ্ঠ বাগ্‌চী।
কৎলু	,, হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
ফৈজু	,, প্রমথনাথ ঘোষ।
কাশেম	,, অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
দরবারী	,, ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
গুলজার	শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী!
গোলেনা	,, তারাসুন্দরী।
আমিনী	,, কুসুমকুমারী।
জুলেখাঁ	,, রাণীসুন্দরী।
শোহিনী	,, ভুবনেশ্বরী।
আমিরণ	,, পান্নাসুন্দরী।
বৃদ্ধা	,, কুমুদিনী।
শিক্ষক	শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য।
সঙ্গীত শিক্ষক	,, দেবকণ্ঠ বাগচী।
নৃত্য শিক্ষয়িত্রী	শ্রীমতী কুসুমকুমারী।
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস
ঐক্যতান বাদনাধ্যক্ষ	,, মুকুন্দলাল সেন।

তোমারই !

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

(সাধারণ উদ্যানমধ্যস্থ পশুশালা)

গোলেনা, আমিনী ও বাঁদীগণের প্রবেশ ।

গীত ।

পুরবী-মিশ্র—দাদ্‌রা ।

ও সে চুপি চুপি চুরি করে !
কত সুধা ঢেলে কাছে আসে,
কিবা মধু-মুখে মধু হাসে,
অবলার বল জেনে শুনে,
ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ছায় প্রাণ'পরে,—
এসে চুপি চুপি চুরি করে !

যত কথা বলে সে কি তত ?
আমি ভাবনায় ভাবি যত,
যতখানি প্রাণ—দেছে মোরে দান,
ততখানি সে কি হ'বে ?
চাতুরীর ছলা বোঝেনা অবলা
(শুধু) প্রেম দেয় প্রাণ ভ রে,
থাকি ধরণীর মত ধ'রে,
কেন চুপি চুপি চুরি করে ?

আমিনী। গোলেনা! তুমি যে আমাকে অবাক্ ক'ল্লে! তোমার পাষাণ-প্রাণে প্রেম এসে পে'ছেছে? চ'ক্ষে দেখ্‌লেও হঠাৎ আমার বিশ্বাস হয়না।

গোলেনা। শোন্ আমিনি! এতদিনের পর আমার দর্প চূর্ণ হ'য়েছে, আমার চিরদিনের বিশ্বাস—একটি চাউনীতে ভেসে গে'ছে। সে যে কি রূপের রাশি, কি অনুপম মুখের শ্রী, তা ভাষায় প্রকাশ ক'ত্তে পারিনা। আমি জান্‌তেম, পুরুষমাত্রেই বিশ্বাসঘাতক; ছল চাতুরী ভিন্ন প্রেম কারে বলে তা জানেনা। এই ত, এত পুরুষ চ'ক্ষে দেখ্‌লুম, মনের মতন কি কেউ হ'য়েছে?

আমিনী। মনের মতন কি একদিনে হয়? মনের মতন ক'রে নিতে হয়! তুমি পুরুষের ধার দিয়ে চ'ল্‌বেনা, পুরুষ মাত্রেই তোমার দু'নয়নের বিষ! যার মনে এ রকম ধারণা, সে কি কখন ভালবাস্‌তে পারে? আমি ত

জানি, পুরুষ সুখের পায়রা। যত্ন ক'রে রাখ, আদর কর—ঠিক্ থাক্‌বে ; যেমন ক'রে লাট খাওয়াও, তেম্‌নি লাট খা'বে। পোষ মানাতে জান্‌লে—তবে ত পোষ মান্‌বে ? ওড়া-পাখী কি কখন আপনার হয় ? তা'কে পিঞ্জরে বেঁধে রাখ্‌তে হ'বে। মুখে মুখে—চ'খে চ'খে রাখ দেখি—কেমন সে উড়ে পালায় ? সে যাক্, এখন কথাটা কি বল দেখি ? কার উপর তোমার শুভদৃষ্টি পড়্‌ল ? কে সে ভাগ্যবান্, যা'কে তুমি হৃদয় দান ক'র্‌বে ?

গোলেনা। তা আমি জানিনা ; সে যে কে ? তার পরিচয়ও এ পর্য্যন্ত পাইনি। আমিনি ! সে ফুল এ পৃথিবীতে ফোট্‌বার নয়, যেন স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে এ পৃথিবীকে অতুল-সৌরভে সুরভিত ক'রেছে ; সে যে একজন অসামান্য ব্যক্তি, তা আমি প্রথম-দর্শনেই বুঝ্‌তে পেরেছি।

আমিনী। এ প্রথম-দর্শনটা কোথায় হ'ল ?

গোলেনা। তবে শোন্ বলি ;—গেল জুম্মাবারে এই চিড়িয়াখানাতে তা'কে দেখেছি। সে দিন তুই আমার সঙ্গে ছিলিনি, এ বাঁদীরাও কেউ ছিলনা ; কেবল দাই—আর জনকতক খোজা আমার সঙ্গে ছিল। এই চিড়িয়াখানাতে যেখানে সেই নতুন সিঙ্গীটা এনেছে, সেইখানেই তাঁকে প্রথম দেখি, দেখে আর চক্ষু ফেরাতে পারিনি। আ মরি মরি! সেই ঈষৎ হাসি হাসি মুখখানি, সেই আকর্ণ-বিশ্রান্ত-চক্ষু, ঘোরাল তারা, অপূর্ব্ব মহিমাময় মুখমণ্ডল—এ জীবনে আর ভুল্‌তে পার্‌বো না। আমি যদি কবি হ'তেম, পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা নাই—যা'তে তাঁর রূপ বর্ণনা

ক'ত্তে পাত্তেম। আমার দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো; চ'ক্ষের জ্যোতিতে—তাঁর সমস্ত মনের কথা জান্‌তে পাল্লেম, সে আমাকে চায়। সে দিন তুই যদি আমার সঙ্গে থাক্‌তিস্‌, তা হ'লে কি আজ এত সংশয়ে পড়ি? পাশে দাই, পেছনে খোজা, তাঁর দিকে প্রাণ ভরে চাইতেও পাল্লেম না। যখন সিঙ্গী দেখ্‌তে সকলেই উন্মত্ত, সেই অবসরে একবার মাত্র চ'খোচ'খি ক'রে জান্‌তে পাল্লেম, ফের জুম্মাবারে আবার দেখা হবে;—কিন্তু সে কি আজ আস্‌বে?

আমিনী। অবশ্য আস্‌বে। তুমি যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রেছ, সে কি আর সজ্ঞানে আছে মনে কর? সে উন্মাদ হ'য়ে দিন গুণ্‌ছে—কবে আবার দেখা হ'বে। কিন্তু কে সে? তা'র একটা পরিচয় জানা ত আবশ্যক? দেখ, তুমি তোমার পিতার একমাত্র কন্যা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধি-কারিণী, হাওয়ার মত ফুলে ফুলে বেড়াচ্ছ; যখন যা মনে আস্‌ছে, তাই ক'চ্ছ! কার মাথার উপর মাথা, তোমার কথার উপর কথা কয়?

গোলেনা। আমিনি! আমিনি! তোরা আমাকে ধর্‌, আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে, আমি আর চোখ ফেরাতে পাচ্ছিনি। ঐ দেখ, আমার পূর্ণচন্দ্র উদিত হ'চ্ছে, ঐ দেখ্‌ কার সঙ্গে আস্‌ছে. ঐ আমার হৃদয়েশ্বর! আমি কি ক'র্‌ব বল্‌, তুই একটা উপায় ঠাওরা।

আমিনী। তবে এক কাজ কর; তুমি বাঁদীদের নিয়ে চ'লে যাও। আমি যেমন করে পারি ওঁকে কৌশলে ভুলিয়ে,

তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। (স্বগতঃ) আ মরি-মরি ! কি রূপ ! চক্ষু আর ফেরাতে ইচ্ছা করেনা।

গোলেনা। ওলো ঐ দেখ্, ক্রমেই কাছে আস্ছে। আমি এখন কি করি ? আমি যে দিশেহারা হ'য়ে গেলুম।

আমিনী। চুপ কর্।

(আমীরুদ্দীন ও গোলামকাদেরের প্রবেশ)

গোলাম। বলি, দিন নেই, রাত নেই, এ চিড়িয়াখানার উপর এত সখ হ'ল কেন ? হররঙ্গা জানোয়ার ত' রোজই দেখ্ছেন ? নূতন আর কি দেখ্বেন – যার জন্যে ঘড়ি ঘড়ি হুজুরের এখানে শুভাগমন হ'চ্ছে ?

আমীর। ঐ না—ঐ না সেই সুন্দরী ? তবে ত যা ভেবেছি ঠিক ! আমিও যে অনলে জ্বল্ছি, ঐ রূপসীও কি সে অনলে দগ্ধ হ'চ্ছেন ? আহা-হা ! নয়ন পূর্ণ হ'ল !

গোলাম। বলি, আর যে নয়ন ফেরেনা দেখ্ছি ! এইবার আমার ধোঁকা গেল বাবা ! নবাব সমসুদ্দীনের উত্তরাধিকারী আমীরুদ্দীন বাহাদুর দিনরাত্রি চিড়িয়াখানায় কি দেখ্তে আসেন ? কেমন বন্ধু ? ঠিক্ এঁচেছি কি না ?

আমীর। তুমি কি ব'ল্ছো বুঝ্তে পাচ্ছিনি ? দেখ, শোন, তুমি একটু আড়ালে লুকোও। আজ আমার সঙ্গে এলে কেন ? বল্লুম, চিড়িয়াখানায় আজ এক নূতন চিড়িয়া দেখ্বো, তোমার আর তর্ সইলনা !

গোলাম। বলি, আমিও না হয় এক সঙ্গে এক চক্ষে দেখ্লুম ! দেখাটা ত আর কেড়ে নে'বনা, তবে ভয় কি ? ও বাবা !

এ যে মজগুল্ তর ব'নে গে'ছে দেখ্‌তে পাই। তাই ত বলি, রোজ রোজ চিড়িয়াখানায় কি দেখ্‌তে আসে? তবে প্রাণ ভ'রে যাকে দেখ্‌ছ, দেখ্‌বার জিনিষ বটে; এ এক অপরূপ জানোয়ার বটে!

গোলেনা। আমিনি! আর আমার এখানে দাঁড়ান উচিত নয়, ওঁর সঙ্গে ঐ দেখ্ কে রয়েছে, আমার বড় লজ্জা বোধ হ'চ্চে! আমি ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছিনি! তুই যেমন ক'রে পারিস্, আমার বাগান-বাড়ীতে নিয়ে আয়।

(বাঁদীগণের সহিত গোলেনার প্রস্থান)

আমীর। এ্যা—একি হ'ল? চ'লে গেল? আমার বুকে তপ্ত[illegible] মেরে চ'লে গেল? গোলাম! গোলাম! আমি যে দশদিক্ অন্ধকার দেখ্‌ছি ভাই! কি হ'বে ভাই? হাতে পেয়ে হারালেম?

গোলাম। তাই আগে ব'ল্লেই ত হ'ত, এ রকমটা কি আমার সঙ্গে ক'ত্তে হয় বন্ধু? আমার টোপের মুখে এ কুর্‌চীবাটা কতক্ষণ টেঁক্‌তে পারে? তুমি এমন বদ্‌ইয়ার? মাছ চারে এসে ঘাই দিলে, তুমি ঢেউ তুলে সব মাটী ক'রে দিলে? দাঁড়াও, আমি এখনি সন্ধান ক'রে এনে দিচ্ছি। কি বল, একেবারে জালে জড়িয়ে তুল্‌বো না কি?

আমীর। যেমন ক'রে পার ভাই, তুমি এখনি এর সন্ধান নাও। ঘৃণায় [illegible] লজ্জায় কি ভাবে গেল, তাত বুঝ্‌তে পাল্লেম

গোলাম। বলি, এত ঘাব্‌ড়াচ্ছ কেন? ঐ দেখ, তার সঙ্গিনীকে রেখে গেছে। প্রেমের খেলা ত কখন খেল নি, এর ছলনা ত' কিছু বোঝনা—তাই এত হাবড়ে প'ড়েছ। ঐ দেখ, রূপসীটি যেন তোমার জন্য অপেক্ষা ক'চ্ছে।

আমীর। দেখ, বোধ হয় সে এখনো ফটক পার হয়নি, তুমি এই বেলা শীঘ্র তার পেছনে পেছনে যাও। তোমাকে আর বেশী কি ব'ল্‌ব, যেমন ক'রে পার, তার বাড়ীর সন্ধান নিয়ে এস।

গোলাম। যা হ'ক্ বাবা! এ চিড়িয়াখানার খেলা কিনা, অনেক রকম জানোয়ারের পাল্লায় পড়্‌তে হয়।

(প্রস্থান)

আমীর। (অগ্রসর হইয়া) এ যে ফুটন্ত পদ্মের বাহার দেখ্‌ছি! কি খাপ্‌সুরং—কি মূরৎ!

আমিনী! (স্বগতঃ) এ চাঁদকে কার না হৃদয়ে ধারণ কর্‌তে সাধ হয়? গোলেনা! তুই সত্যই পাগল হ'য়েছিস্, আমারও প্রাণ আজ থেকে পাগল হ'ল! এ রত্ন কি ছেড়ে দিতে পারি? আ মরি-মরি! এ পুরুষরত্ন আমার! দেখি, ভোলাতে পারি কি না? (প্রকাশ্যে) আপনি কা'কে খুঁজ্‌ছেন মশাই?

আমীর। এঁ্যা, খুঁজ্‌ছি? এই আমাকেই খুঁজ্‌ছি!

আমিনী। সে কি? আপনাকে কি আপনি হারিয়ে ফেলেছেন না কি?

আমীর। হ্যাঁ! যখন এসেছিলেম, আপনাকে সঙ্গে রেখেছিলেম,

এখন আর আপনাকে বড় খুঁজে পাচ্চিনি। এখানে আর কারা ছি.লন না ?

আমিনী। তা কেমন ক'রে জানব বলুন ? এ সাধারণ চিড়িয়াখানা. ..ানে কে কা'র খবর রাখে বলুন ?

আমীর। .. তে পারে বটে। তবে কে একজন না দশদিক্ আলো ক'রে আপনার সঙ্গে .খা ক'চ্ছিলেন ? কৃপা ক'রে বলুননা, তিনি কোথায় গেলেন ?

আমিনী। এ ত' বড় জুলুম জবরদস্তী দেখ্‌ছি ! ...ন কত লোক আস্‌ছে যাচ্ছে। হাঁ হুজুর ! তাঁ'র খবর পে'লে কি সুখী হ'ন ?

আমীর। সুখী কি দুঃখী, তা চট্ ক'রে কেমনে প্রকাশ করি বলুন ? তবে তাঁর খবরটা দিলে একটু সুখী করেন বটে।

আমিনী। এতে লাভ ?

আমীর। লাভালাভ এখনো কিছু খতাইনি। লাভ যে ক'ত্তে পার্‌বো, সে আশাও বড় রাখিনি। তবে—কথাটা কি জানেন ? সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে, চক্ষু সার্থক ক'ত্তে ইচ্ছা করে ; সে ধ্যানে গড়া ছবি প্রাণে .রখে, তন্ময় হ'য়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে ; জগত সংসার ভা..়র দিয়ে—তাকে প্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ করে, তার পদানত হ'য়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে। অনুগ্রহ ক'রে বলুননা তিনি কে ?

আমিনী। আপনি অনুগ্রহ ক'রে বলুন না—আপনি কে ?

আমীর। আমি—আমি নবাব সমসুদ্দীনের পালিত পুত্র। অতি শৈশবে, ঘটনা-চক্রে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রাপ্ত হই। আমাকে পুত্রের অধিক যত্নে পালন ক'রে আস্‌ছেন।

পিতার খেদ, সংসারের খেদ, আমার কিছুমাত্র নাই। এতদিন আমি পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ব'লে জান্‌তুম, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এই অপরূপ সুন্দরীকে দেখেছি, আমার মত দুঃখী আর কেউ নাই ; কারণ, এমন সাররত্নে আমি বঞ্চিত। আপনাকেও আমি সামান্য ব'লে বিবেচনা করিনা, অবশ্যই আপনি তাঁর নিকট আত্মীয়া হবেন, আপনিও অনুপম রূপে রূপবতী।

আমিনী। তবে আমাকেও পছন্দ হয় বলুন ?

আমীর। দেখুন, আপনাদের রূপ মহিমার আমি কণামাত্রও বুঝ্‌তে পারিনা। আপনার ঐ রূপের জ্যোতিতে পৃথিবীর সম্রাট্‌ও মুগ্ধ হন্—আমি ত' কোন্ ছার্।

আমিনী। (স্বগতঃ) আহা ! বল বল, আবার বল, কলিজা ঠাণ্ডা হ'ক্। হায় ! তুমি কি আমার হবে ?

আমীর। সুন্দরি ! নীরব হ'য়ে রইলেন যে ?

আমিনী। দেখুন, আপনাদের ছল চাতুরীতে আমাদের প্রবেশ করা অতি দুঃসাধ্য। তবে যদি একান্তই কৃপা ক'রে থাকেন, তবে—

গীত।

ভৈরবী—ভরতাঙ্গ।

ময় আস্‌বাব্ বন্ যায় তব্ লেনে মানা,
ভর্ মজ্‌গুল্‌মে মজেগা দৌলত্‌খানা।
আওরাৎমে বাওরা হ'য়ে
যো বাঁদীসে সাদী ভঁয়ে,

উস্‌কো কাম্‌কা আস্‌নাই,
বেহেতর মহব্বত দিল্‌কা রোশনাই ;—
আওতারা হ'য়ে যব্‌ প্রেম্‌কো—
তব্‌ লিজিয়ে প্রেম্‌কি পরওয়ানা ॥

আমীর। আহা! অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! আপনার সুধাকণ্ঠে মধুর কাকলীও পরাজিত হয়। আর আমায় বৃথা কষ্ট কেন দেন? বলুন, তিনি কে? আমি তাঁর জন্য উন্মত্ত প্রায় হ'য়েছি।

আমিনী। তবে আর আপনাকে কষ্ট দেবনা। তিনি বণিক-শ্রেষ্ঠ হায়দার্ আলির একমাত্র কন্যা, নাম গোলেনা। আমি তাঁর প্রধানা বাঁদী, নাম আমিনী। গত জুম্মাবারে এই চিড়িয়াখানাতে তিনি আপনাকে প্রথম দেখেন, সেই পর্য্যন্ত আপনার প্রতি অতিশয় অনুরাগিনী হ'য়ে পড়েছেন। আপনি যদি যথার্থই তাঁকে ভালবেসে থাকেন, তবে আমার সঙ্গে চলুন, রতনে রতন মিলিয়ে আমরা চক্ষু সার্থক করি। (স্বগতঃ) নয়নের পাখী, তোমায় কি আর নয়নের আড় করি! এই হৃদয় পিঞ্জরে বেঁধে রাখ্‌লেম, দেখি কেমন ক'রে তুমি আমার হাত ছাড়িয়ে উড়ে পালাও।

গীত।

মল্লার-মিশ্র—একতালা।

নয়নের পাখি হে !
আমায় মনে মনে তুমি রাখিবে ব'লে হে
ধ'রে দিনু দুটী আঁখি হে।
মন চ'খে তারে দেখিয়ো
মন পটে ধীরে আঁকিয়ো,
তুমি মনোচর হ'য়ে এসেছ হৃদয়ে,
হবে মনে মনে মাখামাখি হে।
সাধে অনুরাগে বাঁধিনু সোহাগে,
তুমি রাখিওনা সাধ বাকি হে
এস মুখোমুখি করি—বুকে বুকে ধরি
দিব জগতেরে ফাঁকি হে।।

আমিনী। পিয়ারা! আজিজ! অগ্রসর হ'ন্।

(সকলের প্রস্থান ও গোলামকাদেরের প্রবেশ)

গোলাম। আমীরুদ্দিন! আমীরুদ্দিন! একি, আমীরুদ্দিন কোথায় গেল? আমি ত' সে সুন্দরীর নাগাল ধ'র্তে পার্লুমনা বাবা! কোথায় সট্ ক'রে সরে প'ড়্লো, তার হদিস পর্য্যন্ত পেলুম না! তাই ত' এ ব্যাপারটা হ'লো কি? একবার দেখেই বন্ধু আমার পিরীতে হাবুডুবু! তা যে মেয়েমানুষ—মারা চেহারা ক'রেছে, অনেক

সুন্দরীর পাল্লায় পড়্‌তে হবে। তাই ত গেল কোথা ? ঐ আর এক ছুঁড়ী এখানে দাঁড়িয়েছিল, নিশ্চয় তার সঙ্গে গেছে। কি বাবা আমায় ফাঁকী ! দেখি, সন্ধান পাই কি না।

(প্রস্থান ; চিড়িয়ারক্ষক ও তৎপত্নীর প্রবেশ)

গীত।

ইমন্‌-ভূপালী—কাহার্‌বা।

পিক্‌ পিক্‌ পিক্‌ পিক্‌ পিক্‌ পিক্‌ বলে চিড়িয়া।
মিহি মোলায়েম তান্‌ কি এলেম,
চপর চোঁ ছপর ছোঁ মিঠা বড়িয়া।
ঘর্‌ ঘর্‌ ঘুমে দেখো বহুৎ জানোয়ার,
হিঁয়া তেসা উম্‌দা চিজ্‌ খাসা মজিদার
নেহি পেশাদার ;
দেল্‌ চায় রহো হিঁয়া ছোড়ি মুল্লুক,
শিখেগা ভালা হিঁয়া বহুৎ উল্লুক,
আও আও বুলি শিখো—তাজা মিঠা কড়িয়া ॥

(প্রস্থান)

তীয় গর্ভাঙ্ক ।

(উপবন পথ)

গোলেনা ।

গীত ।

পূরিয়া-ধানশ্রী—শ্লথ একতালা ।

কি এক নেশার ঘোরে বেড়াই ঘুরে ঘর ক'রে শ্মশান,
চাঁদ ধরা ফাঁদ চ'খে প'রে নেশায় দিয়ে গা ভাসান ।
এ নেশা বুঝে ক'জন সই
প্রাণ খোলা হাস্ হাস্‌তে জানে এমন কে আর কই,
দেখ্‌লে পরে দাসী হ'য়ে রই,
তারে মন খোলা কথা কই,
ছেড়ে নিজের ওজন হাল্‌কি কর প্রাণ পোরা পাষাণ ।
ও কে আস্‌বে এস নেশা কর প্রাণ কর আসান ॥

গোলেনা । আহা ! আহা ! এ নেশা কি আমার পূর্ণ হবে ? তারে নিয়ে কি চিরদিন মাতোয়ারা হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌বো ? একজন বাঁদী এসে ব'ল্লে, আমিনী তাঁকে অনেক কৌশলে ভুলিয়েছে ; বোধ হয়, এখনি তাঁকে নিয়ে আস্‌বে। তাঁর পরিচয় পেলেম, নবাব সমসুদ্দীনের

পালিত পুত্র নাম আমীরুদ্দীন। আ মরি-মরি! যেমন নাম, তেমনি পরিচয়, এ নিধি কি আমার হবে? খোদার মর্‌জি! পিতা মাতা কেউ জানেননা যে, কি সুধাময় চাঁদ বুকে ধ'রে সুধার সমুদ্রে ভাস্‌ছি। কিন্তু—কিন্তু, উঃ! সে কথা ভাব্‌তেও প্রাণ ফেটে যায়। বাবা, মা, তোমরা জাননা যে কি নরাধমের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির ক'রে রেখেছ। ছি ছি—ছিছি! বদ্‌মাস্‌, বেতামিজ, পাজীর পাজি, গোলাম্ কি গোলাম্ সেই ইব্রাহিম কি আমার পতির যোগ্য? তার চেয়ে শয়তানও অনেক অংশে ভাল। তার পয়সা আছে, সে বণিক পুত্র; এই কি তার গুণের পরিচয়? কৈ, এখনো ত আমিনা এলনা। এখনো ত আমীরকে নিয়ে এলনা। এস, এস আমার হৃদয়েশ্বর! একবার সেই অনুপম মুখখানি নিয়ে আমায় দেখা দাও। তোমার প্রেম-পাগলিনী বাঁদী, দেখ তোমায় ধ'র্‌তে পারে কি না পারে? আঃ! আবার ঐ বুড়ো আস্‌ছে, আবার সেই সাদীর কথা তুলে আমায় জ্বালাতন ক'র্‌বে।

(হায়দার আলি ও কাশেমের প্রবেশ)

হায়দার। গোলেনা-মায়ি! গোলেনা-মায়ি! আরে দেখো ভেইয়া কাশেম! লেড়্‌কি ঠাণ্ডা হোকে খাড়া হায়। আরে ও লেড়্‌কি, ও বিটি!

গোলেনা। (স্বগতঃ) কি আবার জবাব দোব!

হায়দার। আরে শুন শুন! হেঃ হেঃ হেঃ—কাশেম! ঠিক্ মানাবে না? ইব্রাহিমের সঙ্গে বেশ সাজ্‌বে না?

কাশেম। জী!—

হায়দার। আরে, "জী" ব'লে জিব্ ওল্‌টাচ্ছ কেন?

কাশেম। জী! জিব্ উলট্ গিয়া।

হায়দার। আরে বে-অকুব! কেমন জোড়ী মিল্‌বে—তাই বল্‌না?

কাশেম। য্যায়সা—পিপ্পড় পেড়্‌কা নিচুমে পোধা মাফিক, চারা মাফিক!

হায়দার। হাঁ হাঁ—ঠিক্ ব'লেছ কাশেম, সাচ্‌বাৎ ব'লেছ!

কাশেম। আপ্‌কো মেহের বাণী।

হায়দার। গোলেনা—গোলেনা!

গোলেনা। কি—কি, কাণ আছে বলনা?

হায়দার। বল্‌ছি কি, এমন ক'রে বাগিচায় আল্‌গা হ'য়ে থেক'না। আমার বুকে দরদ্ লাগে! তোফা বাড়ী, তোফা ঘর পড়ে রইল; আর এখানে কতকগুলো বাঁদী নিয়ে কেবল হুট্‌পাট্ ক'রে বেড়াবি? আয়, বাড়ী আয়।

গোলেনা। কুচ্‌পরোয়া নেহি; ডরো মাৎ! আমি বাড়ীর চেয়ে এখানে খুব ভাল আছি। দিক্ মাৎ করো!

হায়দার। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! লেড়্‌কী জুঞ্জুলিয়া হুয়া, গোসা কিয়া। গোলেনা! বুঢ্‌ঢাকো কাহে দুখ্ দেতা? ঘর্‌মে চল্। বাপ্ মাতারি ছোড়্‌কে আর এখন একলা বাগানে থাকা তোমার ভাল দেখায়না। তেস্‌রী রোমজান শনিচর তোমার সাদী হ'বে। সেই ইব্রাহিম, কেঁও কাশেম! ওয়াজিবি কহ, ক্যায়সা দামাদ্ হোগা?

কাশেম। মাতাব্—মাতাব্—পূরা চাঁদকা মাফিক্ !

হায়দার। ঠিক্ ব'লেছ, ঠিক্ ব'লেছে কেমন গোলেনা ?

গোলেনা। আঃ—একশোবার আমায় দিক্ ক'রনা ! যেদিন সাদী হবে, তার আগের দিন যাব ; এখন যাও।

হায়দার। বাউরী হায়—বাউরী হায়। আরে বেটি ! লেড়্কী-পণ ছোড়্ দেও। ইব্রাহিমের মতন অমন খাসা জামাই আর কোথায় পাব ? অহহঃ কি চেহারা ! কত বিষয়, কত মান, এঁ্যা—কাশেম এঁ্যা !—

কাশেম। ওয়াজিব ! ওয়াজিব ! মান, হাতী কাণসে বড়িয়া হায় ; দৌলতকো পাহাড় হায় ; আউর চেহারা ? কাম্ হায়, কাম্ হায়, দুনিয়াকো চাঁদ হায় !

গোলেনা। আঃ ! ভারি জ্বালাতন ক'ল্লে। শুন বাপ্ ! আমি এখন আর বাড়ীতে যেতে পার্‌বোনা, আমি এখানে বেশ সুখে আছি। আর সাদী ? তা তখন দেখা যাবে !

কাশেম। ওয়াহিহাদ, ওয়াহিহাদ ! এ ক্যা বাৎ !

গোলেনা। দেখ শোন, যদি ইব্রাহিমকে সাদী ক'ত্তে হয়, তা হ'লে তুমি আর আমায় ডাকৃতে এসনা, ঠিক্ সময়ে আমি আপনি যাব। মাকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে ব'ল,—আমি এখানে খুব ভাল আছি। খালি হট্ হট্ ক'রে আস্‌বে, আর গোলেনা—গোলেনা।

কাশেম। জীতা রহো—জীতা রহো।

হায়দার। আরে—কাহেরে ময় এত্না তক্‌লিফ দেতা ? ইব্রাহিম মস্ত ঘরওয়ানা, ষোলআনা বিষয় তার একৃতিয়ার। তুই যে বেগম হ'বি।

কাশেম। ইয়া—ইয়া !—

গোলেনা। কি বক্ বক্ ক'চ্ছ? তবে আমি এখান থেকে চ'লে যাই।

হায়দার। চোপ্‌রও বেটি, লম্বা লম্বা বাৎ চালাতা হায়! ভাল ব'ল্লে মন্দ হয়। আমি বাপ, আমার কথা না শুন্‌লে গুণা হয় তা জানিস্? তুই আমার একটা মেয়ে, আমার এই অতুল ধন-দৌলত সব তোর, তোর যাতে ভাল হয়, তাইত আমার উচিত। তা থাক্ বাগানেই থাক্; কবে তাঞ্জাম পাঠাব বল্, হাল্‌ফিল্ সাদী—এখন থেকে উদ্যোগ ক'ত্তে হবে ত?

গোলেনা। তা উদ্যোগ করগেনা, আমি কি বারণ ক'চ্ছি?

হায়দার। হাঁ হাঁ দেখেছ কাশেম! লেড়্‌কী ত আমার। ইব্রাহিমের নাম হ'য়েছে, আর এঁ্যা—কাশেম এঁ্যা!

কাশেম। থোড়ি চুপ্‌চাপ্ হুজুর! আপ্ ওয়ালিদ হায়, য্যায়সা ধমক না আচ্ছা।

হায়দার। হাঁ হাঁ ঠিক্ ব'লেছ! গোলেনা, তবে আমি চল্লুম, তেসরা তারিখ ইয়াদ্ রাখ।

গোলেনা। আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে।

হায়দার। হাঃ হাঃ হাঃ! বাচ্চী হায়, নাবালগী হায়। দেখো যেইসা উমদা দামাদ্ হোগা, তেইসি লেড়্‌কী।

প্রস্থান)

(আমিনী ও বাঁদীগণের গীত গাহিতে
গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

খাম্বাজ—ত্রিতালী-একতালা।

তারে ডুব দিয়ে সই সাগর ছেঁচে তুল্‌ব।
নিত্যুই নূতন সোহাগ ক'রে, মন মজিয়ে প্রেম-ঘোরে,
হার গেঁথে তায় গলায় প'রে আপন প্রাণে ভুল্‌ব॥
চ'খোচ'খি সামনে রেখে,
মুখোমুখি ভাবটি মেখে,
ছায়াতে তার ছেয়ে থেকে মনের কবাট খুল্‌ব।
তখন বুঝ্‌ব কেমন আমার সেজন,
যতন দিয়ে কিন্‌বো রতন,
সাগর ছেঁচে তুলে আবার সেই সাগরেই উল্‌বো॥

গোলেনা। আমিনি! এখন গান রাখ্‌; আমার কল্‌জের কল্‌জে, জানের জান্‌ আমীর কোথায়? তাঁর কাছে শীঘ্র আমায় নিয়ে চল্‌।

আমিনী। গোলেনা! সব যোট্‌পাট্‌ হাতে হাতে মিলিয়ে এনেছি; তুমি যদি এমন অধীর হও, তা হ'লে সব ফেঁসে যাবে।

গোলেনা। আমীর কোথায়?

আমিনী। যেখানেই থাকুন না, তুমি পেলেই ত হ'ল। এক কাজ কর, অনেক কৌশল ক'রে তাঁকে এনেছি, এখনো

কতকটা অন্ধকারে আছেন। এত সহজে কিন্তু তোমার ধরা দেওয়া হবে না।

গোলেনা। কি ক'ত্তে বল করি।

আমিনী। একটু ঘোরাতে হবে, বড় কষ্ট দিয়েছে; তেমনি একটু কষ্ট ক'রে তোমাকে লাভ করুক।

গোলেনা। আর ছলনায় কাজ কি আমিনি?

আমিনী। সে বুঝ্‌বো এখন। হ্রদের উপর নৌকা করে তোমাকে দেখা দিতে হবে। এই অপরূপ সৌন্দর্য্য, আস্‌বে আর লুট্‌ করবে; তা আমি দেখ্‌তে পারবোনা। যাও যাও, আর দেরি ক'রনা। জুলেখাঁ! তোমরাও গোলেনার সঙ্গে যাও; যেমন যেমন ব'লে দিয়েছি, ঠিক্ ঠিক্ সেই রকম সাজিয়ে রেখো।

(আমিনী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

আমিনী। এখন আমি কোন্ পথে যাই? এই ত ধ্যানের-ধন আমার মুটোর ভেতর এসেছে। যে দিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারি, পায়ের গোলাম ক'রে রাখ্‌তে পারি। আমীরুদ্দীন কার? আমার। আমার আমীরকে গোলেনার হাতে সঁপে দেব, এতবড় বে-অকুব আমি? আমীরকে পেতেই হবে। কিন্তু পরিণাম? গোলেনা আমার মুনিব, গোলেনার বাপ আমাকে কন্যার অধিক যত্নে পালন ক'রেছে, জেনে শুনে এই বেইমানী করা কি উচিত? কি ক'র্ব্বো? মনকে কিছুই বোঝাতে পাচ্ছিনি; মানুষ মনের বশ, আমার বশ গোলেনা, আমীর। তবে—

তবে গোলেনাকে ঠেলে—কেন না আমীরকে লাভ করি। আমি কি নারী নই ! বাঁদীগিরি ক'ত্তেই কি জন্মেছি ? দেখি, অগাধ জলে ত ডুবেছি, এ রত্ন তুল্‌তে পারি কি না ?

(প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উদ্যান-মধ্যস্থ হ্রদ প্রবাহিত)

আমীরুদ্দিন।

আমীর। এ সব কি ? কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। এ আমিনী-বাঁদী কে ? এমন রূপ-লাবণ্য ত কখন দেখিনি। যেমন সাহসী, তেমনি বুদ্ধিমতী। নবাব সমস্থুদ্দীনের পালিত-পুত্র আমীরুদ্দীনকে কি চমৎকার কৌশলে ভুলালে দেখ। আমিনী কি সত্য সত্যই বাঁদী, না কোন আমীরের কন্যা। উদ্যানের ফটকে প্রবেশ ক'রেই আমিনী কোথায় সরে পড়লো ! আমি যেন ঘোর অন্ধকারে প'ড়েছি ! কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা কি করি ? আমিনীকে একবার ডাকি। আমিনি ! আমিনি !

(শোহিনী ও দরবারীর প্রবেশ)

গীত।

শোহিনী-দরবারী—দ্রুত একতালা।

সাঁচি-স্মরণ ভরণ পূরণ প্রেমে রাখহো দিল্।
খোস্‌বু মাঙ্গাও ফুলুয়া সেঁইয়া পত্তয়ন্ করে তামিল্॥
নয়ন কাজোরা পিয়ারা হামারারে
হিয়া হিয়াপরে রাখিনু তুহারে প্রেম কি ফোয়ারারে,
মুখোমুখি ক'রি রাখি,
ময় যতনে হৃদয়ে ঢাকি,
ময় দরবারী ময় শোহিনী, দুঁহু প্রেমে মাখামাখি,
ফুলি ফুলি ফুটি প্রফুল ফুল দিবারাতি একে মিল্॥

আমীর। তোমরা কে ?

দরবারী। দেখে কি রকম মালুম হয় ?

আমীর। মালুম ? বেমালুম হ'য়ে গেছে বাবা ! আর যে কিছু জ্ঞান-গোচর থাকে, তাও বড় মালুমে আস্‌ছেনা।

শোহিনী। এর মধ্যেই হুজুর, এত ঘাব্‌ড়ে গেলেন ?

দরবারী। এর পরে এমন হাব্‌ড়ে পড়বেন, যে আর উঠতে পারবেন না।

আমীর। সত্যি নাকি ?

শোহিনী। মিছে ব'ল্লে, আমাদের এমন মিল থাক্‌তো না।

দরবারী। এই আমাদের দুটীকে দেখে নমুনা মিলিয়ে নিন্ না।

আমীর। দুটীতে মিলেছ ত বেশ! বলি, ব্যাপারখানা কি ব'ল্‌তে পার? একবার সাদা রকম বলনা তোমরা কে?

দরবারী। আমরা প্রেমোদ্যানের দুটী নবীন-মুকুল।

আমীর। এমন? বেশ, বেশ-ইটী, তোমরা কে?

দরবারী। তুই বল্‌না লো, কি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছে?

শোহিনী। বল্‌বোই ত! ভয় নাকি? শুনুন মশাই! পিয়ারা এলে বুঝ্‌তে পারি ব'লেই আমি শোহিনী-পিয়ারী।

দরবারী। আর দুটীতে এক হ'য়ে যাই।

আমীর। বটে? তা এখন কি মনে ক'রে দুটীতে এলে?

(শোহিনী ও দরবারীর গীত)

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

নতুন লোকের নতুন ডাক্ শুনে
পাপিয়া তান্ তুলেছে পিউ পিউ পিউ,
নতুন হাওয়ায় নতুন প্রেমের গুণে
মণিয়া মান ক'রেছে মিউ মিউ মিউ।
প্রেমিক হ'লেই বুঝ্‌তে পারি কত প্রেমের টান্
সাগর দেখে ভয় পায় কি দেয় সে গা ভাসান,
কূলে এসেই ভাবছ বসে এত মায়ার প্রাণ,
হয় ডুব দাও নয় গা ভাসাও,
নয় কোণে ব'সে ভয় তরাসে,
যেন কুণো বেরাল কিঁউ কিঁউ কিঁউ।

(প্রস্থান)

বাঃ—আমি কুণো-বেরালই বটে ! তায় আবার প্রেমের জলে গায়ের সব রোঁয়া ভিজে গেছে ; এখন কিঁউ কিঁউ ভিন্ন, ডাক্ ছেড়ে কি ফোক্‌রাতে পারি ? পালাতে পাল্লে বাচি ! আর ছাই পালাবই বা কোন্ পথে ? হয় ত এতক্ষণে ফটক বন্ধ ক'রে দিয়েছে। একি ! মাগীদের কুহকে গোলকধাঁধায় পড়লুম না কি ?

(নেপথ্যে স্বরলহরীর প্রকাশ)

তাজ্জব ব্যাপার—অবাক্ কারখানা ! এ আবার কোথা থেকে সুর ভেসে আসছে ? এমন সুন্দর সুর জন্মে কখনও শুনিনি, এমন ব্যাপারেও কখন পড়িনি। লাগছে মন্দ নয়, ভোলও ফিরুচ্ছে বেশ। কিন্তু এ আমিনী কে ? তার ত আর কোন সন্ধান নেই, ঠিক্ আমায় কুণো-বেরাল বানিয়ে দিলে যে। করি কি ! যাই বা কোথায় ? ঝোপেঝাপে যে আছ বাবা, নেমে এস। পীরের জানান্ দিচ্ছি, সিন্নি মান্‌ছি সাত দোহাই ; হয় দেখা দাও, নয় পথ দেখিয়ে দাও। ওহে ! কে কোথায় আছ—বেরোও না ; আর ধোঁকা দিওনা বাবা, প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়ে এল। ঐ যে কুঞ্জগুলো নড়ছে না ? এই যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুল ফুটে গেল।

(আমিনী ও বাঁদীগণের প্রকাশ)

গীত।

বেহাগ-মিশ্র—কাশ্মীরী খেম্‌টা।

বুক পেতে ওই চাঁদ ধ'রেছে সরসী,
হেলে ঢল্‌ ঢল্‌ ভোলে টল্‌ মল্‌
যেন যৌবন ভরা ষোড়শী।
যখন ঘুমিয়ে পড়ে জগৎ নিয়ে প্রকৃতি,
তখন চাঁদমণিরে ঢেউ তুলে সই, করে প্রেমের আরতি,
সুখে বুকে রেখে,
কিরণ ভরা মুখখানি দেখে,
এ দেখে ওকে— ও দেখে একে,
মোহন ছবি প্রাণে এঁকে,
শোন্‌লো সই কাণাকাণি রূপ-সরসীর রূপসী॥

আমীর। এই যে আমিনী। আমিনি! এ কি খেলা খেল্‌ছ? অন্ধ-প্রেমিকের প্রতি এ কি ছলনার অভিনয়? দেখ, নবাব সমুসুদ্দীনের পালিত-পুত্র বিণা রণে তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রেছে। তোমার যৌবন-লাবণ্যে সত্য সত্যই আমি মুগ্ধ হ'য়েছি। বিশেষ কৌশলে আমাকে আবদ্ধ ক'রেছ বটে, আমি যেমন তোমাদের মুখ চেয়ে আছি, তেমনি তুমিও তোমার বাক্য পালন কর। কৈ, সে রূপসী কোথা?

আমিনী। থামিন! ভাবুন দেখি, কত বড় সৌভাগ্য; নবাব সমসুদ্দীনের পুত্র এই অধম বাঁদীর আতিথ্য স্বীকার

ক'রেছেন। সেই লোক-ললাম-ললনার অপরূপ সৌন্দর্য্য দিয়ে—আমিও আপনার আতিথ্য-সৎকার ক'রবো। এত বড় স্পর্দ্ধা, এই অধম খাদিমা হৃদয়ে পোষণ করে, বাস্তবিক, স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। হুজুর! কিছুক্ষণ বিলম্ব হ'য়েছে ব'লে রাগ ক'রবেননা, এ বাঁদী আপনার কাজেই নিযুক্ত ছিল।

আমীর। রাগ ক'র্ব্বো কি ? তোমার ব্যাপার দেখে—আমাকে মাতাল ব'লতে পার, পাগলও ব'লতে পার, এমনিতর কি একটা কিম্ভুত-কিমাকার বনে গেছি। আমাকে যে ক্রমে মিশিয়ে দেবার উপক্রম ক'রে তুল্‌ছ বিবি! যা হয়, একটা কর। যদি সত্য সত্যই এর ভেতর কিছু থাকে, দেখাও ; নয় আর কি ব'লবো, আমি পাগল হ'য়ে যাব।

আমিনী। হুজুর! যদি এতই ব্যস্ত হ'য়ে থাকেন, তবে সেই লোক-ললামভূতা দুনিয়াকা আবরু—দুনিয়াকা রোশনাই, চ'ক্ষের সম্মুখে দেখ্‌তে পাবেন। দুনিয়ারজাদি! সাহারজাদি!

(বংশীধ্বনি করণ ও হ্রদোপরি নৌকাবাহনে গোলেনার প্রবেশ)

গীত।

আলাহিয়া-খাম্বাজ—একতালা।

ওই শুন বাঁশী বাজিছে,
বাঁশী সুর-ডোরে মোরে বাঁধিছে।

যার সাধনায় আছিনু বসে,
সেই ধীরে এসে মরমে পশে,
মোহিত প্রাণ প্রেম-আবেশে,
মধুভাবে বাঁশী ডাকিল,
প্রাণ অমনি প্রেম পিয়াসে জাগিল,
তারি ছায়া ধ'রে, স্রোত বুকে ক'রে—
সোণার তরণী ভাসিছে।
প্রেম মধুর হৃদয়-বীণা মধুময় তানে হাসিছে

আমীর। আহা! এ কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? এ কি স্বপ্নময়ী-সুন্দরী। আমিনি! মধুর-ভাষিনি! সত্যই তুমি আমার শুভানু-ধ্যায়িনি-সহচরি! মরি মরি! এ কি দেখ্‌লেম! এ কি কোন স্বর্গীয় সুন্দরীর প্রতিকৃতি, এই পৃথিবীতে তার প্রতিচ্ছায়ায় দশদিক্ আলোকিত হ'লো। কি সুন্দর! কি সুন্দর!!

আমিনী। হুজুর! এখন আমায় কি বক্‌শিশ দেবেন? দূর থেকে দেখ্‌ছেন, কি অসাধারণ রূপের জ্যোতি। থামিন! চাঁদকে দূর থেকে কত ছোট দেখায়, কত ছোট হ'য়ে আলো দেয়। একবার চন্দ্রলোকে চলুন দেখি, চাঁদ হাতে পাবেন; বুকে ধ'রবেন—মাথায় প'রবেন।

গোলেনা। এ দাসী যদি এত ভাগ্যবতী, যদি নবাব-পুত্রের প্রণয়িনী হ'য়ে গোলেনার জন্ম সার্থক হয়, তবে একবার অনুগ্রহ ক'রে নিকটে আসুন। হৃদয়ের সব ভার ঢেলে দেব, বাঁদীকে চরণে স্থান দিন। আমীর! আমীর!

আমার সাধের নিধি! কত দিনের সাধ আজ আমার পূর্ণ হ'লো। এস, এই নৌকার উপরে এস, একবার তোমাকে প্রাণ ভরে দেখি। হৃদয়ের মাণিক হৃদয়ে এস।

আমিনী। হুজুর! আমার হাত ধরুন। চন্দ্রলোকে চ'লেছেন, সুধার সমুদ্রে ভাস্‌বেন, এ অধম বাঁদী এতটা ক'ল্লে, এদিকেও একটু ছিটিয়ে দেবেন, একটু আধটু পিত্যেশ রাখি।

(গোলেনার নৌকাপরি আমীরের গমন ও উভয়ের যথাবিধি দণ্ডায়মান)

গীত।

জজ্‌মল্লার—দ্রুত-একতালা।

তরি ধরিল দু'খানি চাঁদ।
দেশে দেশে চল্লো ভেসে নিয়ে চাঁদ ধরা মোহ-ফাঁদ॥
সাঁচ্চা জলুস রত্ন কে চিনে?
এস সাধু সওদাগর বিকিয়ে নাও কিনে,
তর্‌তরে বায় ঢেউয়ে চলে বুক পোরা প্রেম-সাধ।
দু'টী মাণিক একটী আলোয় একটী রূপের ছাঁদ॥

(আমিনী ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

আমিনী। গেল, দু'টীতে এক হ'য়ে সোণার তরীতে প্রেম সাগরে ভেসে গেল! আমি নিজের হাতে সাজিয়ে— আমার আমীরকে গোলেনার হাতে তুলে দিলুম। বাঃ

বাঃ ! বেশ কাজ কল্লুম, আপনার বুদ্ধিতে আপনি জড়িয়ে পড়লুম। আমীরকে কি পাবনা ? নবাব ও বেগমকে জড়াই, দেখি কি ফল ফলে ?

গীত।

যোগিয়া-মিশ্র—একতালা।

আমি জেনে শুনে তারে পর ক'রে দিনু,
বুকখানি খালি ক'রে ;
তারে দেখিতে দেখিতে ধরে নিয়ে গেল,
আমি ফিরে এনু ঘরে।
প্রাণ-পোরা মোর কত কথা ছিল,
একটীও বলা হ'লনা ;
ধরিতে ধরিতে শিহরি উঠিল,
চ'খে এসে প্রাণে এলনা।
আমার সাধনার সাধে কে সাধিল বাদ,
প্রাণময়ে নিল হ'রে ;
তারে নিয়ে তারা দু'টী এক হ'ল,
আমি রহিলাম ছায়া ধ'রে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(বিলাস-কক্ষ)

ইব্রাহিম, গোলামকাদের, কৎলু, ফৈজু, ও ইয়ারগণের প্রবেশ।

গীত।

কজরী—খেমটা।

হরদম্ লাগাও নাচ গানা।
সরাবকো পিয়ালা ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্,
খুসীসে রংলেও রৌবণ কি হাল্,
চাল্ আমীরকা চাল্,
ফরজঙ্গা ফ্যাসাদমে মৎহো দেওয়ানা।
যো দারুমে হুয়া হায়রাণ,
জাহান্নমমে ভেজো বি আক্কিল কা জান্,
তর্ হো যাও শয়তান,
গুল্ আঙ্গুরকা সিরাজী পিকে—লেও চাট্নী-খানা।

ইব্রাহিম। তার পর কাদের! কেমন আছ বল? হামেসা আর তোমায় দেখতে পাইনা, এখন বড়লোকের সঙ্গে দোস্তি পাকিয়েছ, আর কি আমাদের ভাল লাগবে?

গোলাম। খোদা কি মালুম ভেইয়া! তোমাকে ছেড়ে কি

থাক্‌তে পারি? তবে এক বড়লোকের সঙ্গে দোস্তি বানিয়েছিলুম বটে; কিন্তু তার আক্কেল দেখে, আমি তাক্ মেরে গেছি ইয়ার! আগে তার খবর নিই, তার পর তোমায় সব বাৎলাব। বড় দাগা পেয়েছি দাদা, বড় দাগা পেয়েছি।

ইব্রাহিম। সে কথা পরে শোনা যাবে; এখন আমোদ করা যাক এস।

কৎলু। আরে ভেইয়া ইব্রাহিম বাদশা! এমন চাঁদনী ফর্‌সা, একা একাই আমোদ, আমার লাগছেনা খুব ভরসা।

গোলাম। সাচবাৎ—সাচবাৎ, মাট্টি হো যায় রাত, এমন মজা—সরাব তাজা, নেহি একঠো আওরাৎ?

ইব্রাহিম। ঘাব্‌ড়াও মাৎ ভাই, ঘাব্‌ড়াও মাৎ; আভি দেখ্‌লাওঙ্গে কেরামৎ। আমি ইব্রাহিম—দুনিয়াকা মুকিম, দাওয়াইকা হকিম; পাক্কা ইয়ার, খাপ্‌সুরৎ রেণ্ডী নেই আমার? কটা চাও, ক'জোড়া চাও? ফর্‌মাও ভেইয়া, ফর্‌মাও।

কৎলু। হা হা, দেখ্‌লে গোলামকাদের? এমন জান্ ক'শালার আছে? ইব্রাহিম রেণ্ডীকা নবাব— বাদশাকো সরাব—আর হামলোক্‌কো জনাব।

ফৈজু। ক্যা মজা—ক্যা ফুরতী! আরে, বইঠো কাদের-ভেইয়া! ইব্রাহিমকা হিঁয়া এয়সাই হাল্—এয়সাই চাল্।

ইব্রাহিম। ঐ দেখ হে দেখ, সব লাফাচ্ছিলে। দোস্তিকা মুনাফা, ঐ দেখ আস্‌ছে জোড়া জোড়া তয়ফা।

গোলাম। কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ, তোফা—তোফা। আরে,

আইয়ে মেরা জানি !—তান্ কবলায়সে—নাচ কব্‌লায়কে—আও আও হেল্‌কে দোল্‌কে ।

(নাচওয়ালীগণের প্রবেশ)

(সকলের গীত)

বেহাগ—খেমটা ।

ইয়ারগণ । ফুরতি সে ফুরতি সে আও আও জানি !
নাচ-ওয়ালী । পিয়াস মিটাও, সেঁইয়া ছিটাও লাল পানি ।
ইয়ারগণ । মজেমে ছাতি পর বৈঠো,
নাচ-ওয়ালী । হট ছুঁয়োনা ছাতিয়া গুণা তেরা ঐঠো,
ইয়ারগণ । তব্ গিরোহো মাট্টিপ'র লৌটো,
নাচ-ওয়ালী । এইসি খাতির মেরা ফেরেব বেইমানি,
ইয়ারগণ । হামেসা রাখহো দোস্তি খান্‌দানি ।

ইব্রাহিম । শোভনাল্লা—শোভনাল্লা ! জীতা রহো মেরিজান !

গোলাম । ইয়ে হুজুর ! ভোর কার্ব্বা সরাব সে বাইজী, লোগনকা গুলজার করচুকি ।

ইব্রাহিম । বহুৎ খুব, বহুৎ খুব, চালাও—চালাও—তরুভিরং চালাও ।

১ম নাচ-ওয়ালী । মাফ্ কি জিয়ে হুজুর ।

ইব্রাহিম । মাফ্ ক্যা মেরি প্যারি ! মার জান্‌মে কাটারি ! ছোড় এ্যয়সা দাগাদারি ! মেরিজানি, জান্‌ত তুমহারি ! পিয়ালা চালাও, জাম খেলাও ।

(সকলের মদ্যপান)

কৎলু। কোন্ বে-অকুব আবি আতা হায়।

ইব্রাহিম। আরে হট্‌হট্, থোড়া ফিট্‌ফাট্ বৈঠো। গোলে-নার বাপ্ আসছে, যাঁহা সাদী হোগা, যো মেরা শ্বশুর হোগা।

(হায়দার আলী ও কাশেমের প্রবেশ)

হায়দার। আমীরের ঘর, বনেদী চাল্ দেখছো কাশেম, ভাবী জামাতার চাল্ দেখ্‌ছো।

কাশেম। খুব দেখ্‌ছি।

ইব্রাহিম। আইয়ে—আইয়ে সাব্! সেলাম পৌঁহুছে, মেজাজ সরিফ? এই, ইয়ারলোক! শ্বশুরকা পিয়ার কর, খাতির কর।

ইয়ার-গণ। শ্বশুর আয়া—শ্বশুর আয়া। পিয়ার কর—খাতির কর।

গোলাম। পিজিয়ে থোড়া সাব্!

হায়দার। ইয়ে আল্লা! এ ক্যা! ইব্রাহিম সরাব খাচ্ছ নাকি?

ইব্রাহিম। এই সামারো। আজ্ঞে এরা সব আমার দোস্তি, আমোদ আহ্লাদ কচ্ছেন। রাত দিন হালাত কাম কাজ করবো, একটু ফুর্ত্তি চাইতো! আমার বন্ধু লোক আপ-নাকে খাতির কচ্ছেন।

ইয়ারগণ। হাঁ—হাঁ, শ্বশুর আয়া—শ্বশুর আয়া। খাতির কর, পিয়ার কর।

হায়দার। দেখছো কাশেম, মস্ত ঘরওয়ানা; ভারি পায়া। মেয়ে সাজাদী হবে, বেগমের দৌলত ভোগ ক'র্ব্বে। আদব

কায়দাটা দেখছো ? না বাবা, আমি সরাব খাইনা ; তুমি খাচ্ছনা ত ?

ইব্রাহিম। আজ্ঞে, ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে ! আমি চব্বিশ ঘণ্টা কোরাণ পড়ি, কোরাণে যে মদ খেতে মানা।

হায়দার। এ্যাঁ—কাশেম, কি এ ? বাবাজী চব্বিশ ঘণ্টাই কোরাণ পড়েন ; এমন ছেলে আর কোথায় পাব ? জীতা রহো বাবা, জীতা রহো। কি মেজাজ দেখছো এ্যাঁ ?

কাশেম। বনেদী ঘরওয়ানাই বটে; এই এমনি করেই শ্বশুরকে খাতির ক'ত্তে হয়।

ইয়ারগণ। শ্বশুর আয়া—শ্বশুর আয়া, খাতির কর—পিয়ার কর।

হায়দার। এ কেয়া ! রেণ্ডীলোক বাড়ীতে এনেছ না কি ?

ইব্রাহিম। না-না, এরা আমার কেউ নয়। এই সব বন্ধু লোক আমার বাড়ীতে এসেছেন শুনে, নবাব সমসুদ্দীন ক'জোড়া বাঁদী, তয়ফাকা মাফিক পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি এক পাশে বসে গান শুন্‌চি।

হায়দার। এ্যাঁ ! নবাব সমসুদ্দীন তোমার দোস্তি না কি ?

ইব্রাহিম। আজ্ঞে, তিনি অধীনকে বড় অনুগ্রহ করেন।

হায়দার। দেখছো কাশেম ! আজব ! আজব !

কাশেম। আজব, তা একবার ক'রে। তবে যে বাবাজী, এই ছুকরীর হাত ধরে কি কচ্ছিলে,—আমরা আসবার সময় দেখলুম।

হায়দার। কই ! আমি তো কিছু দেখিনি।

ইব্রাহিম। আজ্ঞে গাইতে গাইতে, এই জানীর এ্যাঁ—এ্যাঁ এই

রেণ্ডীর আরে দূর, এই আওরাৎটীর তাল্ কেটে গিয়েছিল, আমি হাত ধরে তাল্ দেখিয়ে দিচ্ছিলুম।

হায়দার। এঁ্যা, বল কি? দেখছো কাশেম, বাবজী আমার ক্যায়সি তালিমদার্।

কাশেম। যেন সাক্ষাৎ তান্‌সেন্!

ইয়ারগণ। শ্বশুর আয়া—শ্বশুর আয়া, খাতির কর—পিয়ার কর।

হায়দার। এরা এত চেঁচাচ্ছে কেন?

ইব্রাহিম। আপনি এসেছেন, আমোদ ক'চ্চে।

হায়দার। বটে? তা যেমন লোক, তার তেমনি বন্ধু হওয়াই ত চাই।

কাশেম। আজ্ঞে যা বলেছেন, পাকা কথা।

হায়দার। যাক বাবাজী, এখন যা কত্তে এলুম শোন,—আমার ত এ দিকে আয়োজন সব ঠিক্‌ঠাক্ হয়েছে, আর গোলেনাকে রাখ্‌তে পাচ্ছিনা; গোলেনাও তোমার জন্য ভারি ব্যস্ত হয়েছে। তেসরা রোমজান শনিচর, যেমন তোমার ধন—যেমন তোমার কুল-গৌরব, তেমনি ধুম-ধামে যাবে। আমিও তেমনি সম্মানে তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রে, তোমার হাতে গোলেনাকে স'পে দোব।

ইব্রাহিম। যে আজ্ঞে, আপনি আমার বাপের মতন; যা হুকুম কর্ব্বেন, তামিল হবে।

কাশেম। বস্, সব মিটে গেল ত? এখন চলুন, এ বিকট খাতিরে যে প্রাণ যায় যায় হলো।

ইব্রাহিম। হাঁ, আমার কথার নড়চড় পাবেন না; যে কথা, সেই কাজ।

ইয়ারগণ। শ্বশুর আয়া—শ্বশুর আয়া, খাতির কর—পিয়ার কর।

হায়দার। তবে আমরা এখন উঠি।

ইব্রাহিম। সেলাম।

(হায়দার ও কাশেমের প্রস্থান)

ইব্রাহিম। আল্লা—আল্লা কহ ভেইয়া, সব মিট গিয়া। গোলেনা হামার, হাম্ গোলেনার। ক্যা মজিদার—ক্যা বড়িয়া ফুরতি।

গীত।

কাফি-মিশ্র—দ্রুত ত্রিতালী।

নাচ-ওয়ালী। ঝন্ রণ্ রুণু ঝুনু বোলে পায়েলা মেরি,
দোলে চরণ দোলা ঠাম ;

ইব্রাহিম। পিয়ালা লেকে মেরি জান্ ;

নাচ-ওয়ালী। দোলে নয়ন লালী দোলে বদন বুলি,
দোলে সিরাজীকো জাম।

ইব্রাহিম। জেরা জাহের হোতা মেরি কাম্‌কা খুস্‌নাম।

ইয়ারগণ। তর্ হো যাও তর্ হো যাও ভেইয়া,
আও মেরি জানি !

নাচ-ওয়ালী। হো আও মেরা সেঁইয়া !

আও আও আও আও কদমে কদমে
পিয়ারা বৈঠে আঁচোরা ঝাঁপি গুলাব বদন্‌মে,

ইব্রাহিম। জানী হোকে মাঙ্গ ছোড় জীওয়ান,
পিয়ার করে সেই ক্যায়সে জুয়ান,

নাচ-ওয়ালী। লিজিয়ে বাঁদীকো প্রেমকা সেলাম।

ইয়ারগণ। হাজির ইয়ারলোগ্‌ পাঁওকা গোলাম।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিলাস-কক্ষ)

সমস্থদ্দীন, গুলজার ও বাঁদীগণ।

গীত।

আশোয়ারী-মিশ্র—দাদ্‌রা।

মনের গুণে আপনি কুসুম হাসে,
খোলা প্রাণের খোলা হাসি বিলায় বাতাসে।
তবু জোর করে সে ভর্ করেনা ধীর সোহাগে আসে,
মধুর তানে বাজায় বাঁশী প্রণয় আবেশে;
মরম কথা জানে, ও সে প্রকাশ করে তানে,
ভাবে বিভোর সাধন ধ্যানে;
প্রেম শিখ্‌তে এস প্রেমের রাজা মলয়ের পাশে,
ধরাধরি চায়না সে ত থাকে চ'খের দেখার আশে।

সমস্থদ্দীন। বাঃ—বাঃ, ক্যা তোফা—ক্যা তোফা! মেরা দিলিজানি! মেরা পিয়ারিজানি! মেরা দিলিদোস্ত! মেরা পিয়ারি! তুমি কে? তোমায় আমি চিন্‌তে পারিনি। তুমি কোন্ স্বর্গ থেকে এসেছ বল? অধীনের প্রতি এত

কৃপা ? এই বৃদ্ধের হৃদয়ে, প্রেমের সিন্ধু—তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত ক'রেছ। আ মরি-মরি, প্রিয়তমে! তোমার কি সব ভাল হ'তে হয়। প্রেমময়ি হে! তবে সত্যই এ বুড়কে ভালবাস ?

গুলজার। জনাব! এ কি আজ্ঞা ক'র্‌ছেন ? আমি আপনার চরণের দাসী। আমাকে যে আপনার ঐ শ্রীচরণে স্থান দিয়েছেন, সত্যই এ আপনার দেব-হৃদয়ের পরিচয়। বাঁদীকে হুকুম করুন, কিসে আপনাকে তুষ্ট ক'র্‌বে ? আমি প্রাণ দিয়ে তা পালন করি।

সমসুদ্দীন। কি ব'ল্লে ? তোমায় আমি হুকুম ক'র্‌বো ? তুমি কি হুকুমের জিনিষ ? তুমি আমার প্রাণের ধন, নয়নের মণি, হৃদয়ের রক্ত, তুমি আমার ইহকাল পরকাল ; এ বৃদ্ধের তুমিই স্বর্গ। প্রাণাধিকে! একবার তেমনি ক'রে আদর কর ; আমি তোমার প্রাণের আদরে, গলে জল হ'য়ে যাই। আহা-হা, হৃদয়ের মাণিক! এ বৃদ্ধের একটাও দন্ত ছিলনা ; তুমি এসে পর্য্যন্ত, মুক্তাপাঁতির ন্যায় দু'টী পাটি গজিয়ে উঠেছে। আমার রূপুলি চুলগুলি সব উঠে গিয়েছিল ; এখন দেখ, তোমার মহিমায় সব পুরন্ত হ'য়ে ঢেউ খেলাচ্ছে। সেই মনে আছে ? একদিন তুমি গণ্ডদ্বয়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলে ; সঙ্গে সঙ্গে তোব্‌ড়ান ঘুচে গিয়ে, আবার নতুন মাংস গজিয়ে উঠেছে। ঝিঁক্ দু'টী, এই দেখ ক্রমে বেমালুম হ'য়ে আস্‌ছে। মরি রে মরি! তুমি আমার তৃতীয়-পক্ষের অমূল্য-নিধি। তুমি কি আমার বাঁচবে ?

গুলজার। হৃদয়েশ্বর! এ অধীনকে কেন স্বর্গে তুল্‌ছেন? এত আদর, এত সোহাগ কি পোড়া কপালে সইবে? কে ব'ল্লে আপনি বৃদ্ধ? আপনি যদি আপনাকে বৃদ্ধ ব'লে ভাবেন, তা হ'লে আমি অত্যন্ত কষ্ট পাই।

সমসুদ্দীন। আ মরি-রে! কি কথাই কইতে শিখেছিলে? আমার জানের জান্! না, আমি কখনই বৃদ্ধ নই। আমি বৃদ্ধ হ'লে যদি তুমি কষ্ট পাও; তবে শোন সকলে, আমি নবীন-ছোক্‌রা, সবে মাত্র যৌবন এসে পৌঁচেছে। আমি নতুন গজিয়ে উঠ্‌ছি। আহা-আহা! তোমার জন্য আমি সব সইতে পারি, হয়কে নয় ক'ত্তে পারি; কেবল ডরাই যম্‌কে, আর যমের অনুচর নব্য-যুবাকে; এ চ'খ থেকে, যদি তোমাকে তফাতে রাখ্‌তে পারি, তা হ'লে আর কাহাকেও ভয় করিনা। আহা-হা, বুকের পাঁজর! তেমনি ক'রে একবার ঈষৎ হাসি হাসি মুখে চাও। আমার এই থুঁতিটি ধ'রে, তেমনি একটী ভাব-শুদ্ধ প্রেমের গান গাও। আমি শুন্‌তে শুন্‌তে তোমাতে তন্ময় হ'য়ে থাকি।

গীত।

ভৈরবী—ঠুংরি।

গুলজার। শ্রীমুখ চন্দ্রে কবিতা ছন্দে,
প্রেম-আনন্দে কিরণ ভায়;
চকোরী রঙ্গে বাসনা সঙ্গে,
তৃষা আতঙ্কে পিয়িতে ধায়।

অসীম বিশ্ব অনুপ দৃশ্য,
মোহ রহস্য সকলি তায় ;
বিমল আস্য হেরি সুহাস্য,
শশী হাসি জ্যোতি নভে মিশায় ।
একাকিনী মম আছিল বাস,
না ছিল আমোদ না ছিল হাস,
এবে হেরে তোমা হৃদে বিকাশ,
সকলি সুন্দর হেরি ধরায় ।

সমসুদ্দীন । গুলজার ! গুলজার ! এই আমি তোমার চরণে ব'সে পড়লুম, তোমার সঙ্গীত-সুধা আকণ্ঠ পান ক'রেছি । আমি ত আর উঠ্‌তে পাচ্ছিনি, আমার কলজের রক্ত ! একটু বুকে জোর দাও ; আমি তোমাকে ধরে উঠি ।

গুলজার । জাঁহাপনা ! কেন আমায় অপরাধিনী ক'রেন ? আপনি দুনিয়ার রোসনাই, দুনিয়ার মালিক, উঠুন, আমাকে তেম্‌নি করে আদর করুন ।

সমসুদ্দীন । আর ব'লনা, আর ব'লনা মেরি গহনাকা-জহরৎ ! এখনি আমার ধাত্‌ ছেড়ে যাবে ।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা । উজীর সাহেব খপর পাঠিয়েছেন, এখনি দরবারে যেতে হবে, বিচারের সময় হ'য়ে এসেছে ।

সমসুদ্দীন । এঁ্যা ! বিচার ? কিসের বিচার ? আমার বিচারশক্তি

লোপ পেয়েছে। প্রিয়তমে! তোমাকে এখানে রেখে কেমন করে দরবারে যাব? তুমি অগ্রসর হও, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তোমার অঞ্চল ধরে যাই।

গুলজার। উজীর অপেক্ষা করছেন, এসময়ে কি অন্দরে থাকা আপনার ভাল দেখায়? আপনার রাজ্য, আপনি না দেখ্‌লে কে দেখ্‌বে?

সমসুদ্দীন। তবে—যেতে হবে? আমার অমূল্যধন! মাথার মাণিক! তবে যাব? তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারব ত? তবে—যদি যেতেই হয়, তোমার সহচরীদের সঙ্গে দাও, তারা আমায় কিছুদূর এগিয়ে দিক। না প্রিয়ে! পাল্লুমনা, তুমিই সঙ্গে চল।

গুলজার। নরনাথ! একি আজ্ঞা ক'চ্ছেন? অপনার মহলে আমি চির-বান্দিনী, তবে কেমন ক'রে আমি যাব? আপনি এই বান্দাদের নিয়ে যান, এরা আপনাকে সভার দ্বার পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসুক।

সমসুদ্দীন। আঃ! উজীরের ভারী অন্যায়। এ সময়, বিচার আমার মাথায় আস্‌বে কেন? আনন্দের স্রোতে সাঁতার কাটছিলুম, আমায় মৎস্যের মত ডাঙ্গায় তুলে শিকার ক'ল্লে। যাই,—ছট্‌ফট্‌ ক'ত্তে ক'ত্তেই যাই। থাক্‌তে পারব না, দিলিজানি! থাক্‌তে পারব না। একটী মাত্র বিচার শুনেই, তোমার রত্ন তোমার কাছেই ছুটে আস্‌ছে। একবার আমার দিকে চাও, একটু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস, আমি চোখ বুজে রাজ-কার্য্য করিগে। আহা প্রিয়ে হে! তুমি যে কি রত্ন, তা তুমি কি বুঝবে? তোমরা একটা

গান গাও, নাচ্‌তে নাচ্‌তে আমাকে সভা পর্য্যন্ত এগিয়ে দাও।

(বাঁদীগণের গীত)

কালাংড়া—ঠুংরী।

সাধ হৃদয়ে তু'লি,
সদা তোমারি হৃদয়ে ড়ুবে আপনা ভু'লি।
থাকি তোমাতে চে'য়ে
রহি তোমাতে ছে'য়ে
বলিতে হ'লনা বলা আধেক বুলি।
ধরা দিয়ে ছ'লে গেল এমনি ছলী
আমি তাই ব্যাকুলি।

(বাঁদীগণের সহিত সমসুদ্দীনের প্রস্থান)

গুলজার। বৃদ্ধের নবীনা-ভার্য্যা হ'লে এইরূপই অনেকে হয়, শুধু নবাবকে দোষ দিলে হবে কেন?

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। বেগম সাহেব! একটী স্ত্রীলোক আপনার জন্ত অপেক্ষা ক'চ্ছে। বলে, বেগম সাহেবের সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন আছে, কি হুকুম হয়।

গুলজার। স্ত্রীলোক? আমার জন্যে অপেক্ষা ক'চ্ছে? আমার সঙ্গে এমন কি কথা?

পরিচারিকা। বাঁদী সে বিষয়ে বল্‌তে অপারগ।

গুলজার। আচ্ছা, তাকে নিয়ে আয়।

(পরিচারিকার প্রস্থান ও আমিনীকে
লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

গুলজার। কে তুমি? আমার সঙ্গে তোমার কি দরকার? এই, তুই খাড়া থাক্।

আমিনী। এ বাঁদী, বেগম সাহেবের বেগানা, নাওয়াকিফ্। বিনা আহ্বানে আপনার গরজে প্রবেশ করেছি ব'লে, আমার উপর গোস্বা ক'র্‌বেন না। অনেক কষ্টে, তবে আপনার দর্শন পেয়েছি। যদি ভরসা দেন, তবে ব'ল্‌তে সাহসী হই।

গুলজার। কি কথা? স্বচ্ছন্দে প্রকাশ কত্তে পার, ডরোমাৎ।

আমিনী। কথা বিশেষ গোপনীয়, তেম্‌নি জরুরি। আপনার সাক্ষাতে ভিন্ন সে কথা প্রকাশ ক'ত্তে পার না।

গুলজার। এখানে ত আর কেউ নেই, তুমি অনায়াসে ব'ল্‌তে পার। এই বাঁদী দাঁড়িয়ে আছে বলে, তুমি ইতস্ততঃ ক'চ্ছ?

আমিনী। বেগম সাহেব! যে কথা বলব বলে এসেছি, সে অতি গোপনীয়; শুন্‌লে সব বুঝতে পার্‌বেন।

গুলজার। তোমার মতলব আমি কিছুই বুঝতে পারছি না?

আমিনী। আল্লার কশম, আমাকে আপনি দুষমন ভাববেন না; ইমান্‌দার দোস্ত বলে বিশ্বাস করুন। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন, এ মুখে কি কোন কুৎসিৎ ভাব আস্‌তে পারে? আমার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা ক'রে দেখুন, গুপ্ত ছুরা

কোন স্থানে লুকায়িত নাই; এ আংটী বিষ মাখান নয়, এই দেখুন এই মুখে দিলুম। কিন্তু যে কথা আমি বুকের মধ্যে বহন করে এনেছি, তাহা ঘাতকের গুপ্তছুরী অপেক্ষা ভয়ানক। সে বিষ, কালসর্পের দন্তে নাই। আপনার বাঁদীকে একটু তফাতে রাখুন, আমি একটু নির্জ্জনে ব'লব।

গুলজার। আচ্ছা, তুই তফাতে থাক্।

(পরিচারিকার অন্তরালে গমন)

গুলজার। কি বলবে, বল? এমন কি কথা, যা তুমি ভয়ে ব'ল্‌তে পাচ্ছনা।

আমিনী। হাঁ—বেগম সাহেব! সে অতি ভয়ানক কথা, আপনি শুনুন,—আমি অকপট হৃদয়ে সব প্রকাশ ক'চ্ছি। নবাব যাকে পুত্রের অধিক ক'রে প্রতিপালন করেছেন, যাকে এই রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী ব'লে স্থির ক'রে রেখেছেন, যার গুণে আপনারা মুগ্ধ। সেই আমারুদ্দান সম্বন্ধেই কথা।

গুলজার। সে কি! আমারুদ্দীন, সে কি করেছে? শীঘ্র আমার কাছে প্রকাশ ক'রে বল।

আমিনী। সে কি করেছে? সে কি না করেছে, তাই বলুন। কুলবতীর কুল নষ্ট, সতীর সতীত্ব নষ্ট, এর চেয়ে আর কি পাপ কাজ হ'তে পারে?

গুলজার। এঁ্যা—বল কি, আমারুদ্দান! তার মত সৎলোক ত পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।

আমিনী। হাঁ বেগম সাহেব! সেই আমীরুদ্দীন, একটী কুল-
বালার সর্ব্বনাশ ক'রেছে। আজ কিছুদিন হ'ল, চিড়িয়া-
খানায় পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়। এ স্ত্রীলোক কে শুনবেন?
আপনার রাজ্যের প্রধান বণিক হায়দার আলির একমাত্র
কন্যা। একে নানা ছলে মুগ্ধ ক'রে প্রতিদিন আমোদ
আহ্লাদ করেন। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বিবাহ
ক'রবেন। এখন বেশ বুঝেছি, তাঁকে বিবাহ করা উদ্দেশ্য
নয়, তাঁকে চির কলঙ্কিনী করাই উদ্দেশ্য।

গুলজার। না, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস ক'র্‌তে পারিনা।
অথবা তাই যদি হয়, তবে বুঝ্‌ব,সৎব্যক্তি পৃথিবীতে নাই।
এঁ্যা—এ কথা নবাব শুনলে আত্মঘাতী হবেন। আমী-
রুদ্দীনের গায়ে মাছিটী বস্‌লে কাতর হ'ন; সেই আমী-
রুদ্দীনের এই ব্যবহার? এই পাপময় ব্যভিচার, শুন্‌লে
কি তিনি আর রক্ষা রাখ্‌বেন! নবাবের ক্রোধ আমি
জানি; তার ফল বড় বিষময় হয়। হয় আমীরুদ্দীনকে
তৎক্ষণাৎ বিনাশ ক'র্‌বেন, নয় অতি কষ্টে আপনার প্রাণ
আপনি ত্যাগ ক'রবেন, এখন উপায়?

আমিনী। উপায়? উপায় আপনার হাত, আপনি এ ব্যাপার
চ'ক্ষে দেখুন, দেখে এর একটা বিহিত ক'রবেন।

গুলজার। আমি যাব?

আমিনী। দোষ কি বেগম সাহেব! যে আমীরুদ্দীনের উপর
এতটা ভরসা রাখেন, যার জন্য আপনার স্বামী প্রাণ দিতে
পারেন, যার ব্যভিচার শুনে—আপনি মর্ম্মান্তিক কষ্ট
পাচ্ছেন। তাকে রক্ষা করাও ত আপনার ধর্ম্ম, আপনি

মুসলমান রমণী, বিপন্নকে রক্ষা করাও ত আপনার সনাতন ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম আপনি কেননা পালন ক'র্ব্বেন ?

গুলজার। তাইত,—তুমি যে আমাকে বিষম বিপদে ফেল্লে; দেখ্‌ছি এ দুঃসাহসিক কাজ, কেমন করে ক'র্ব্ব ?

আমিনী। আজ্ঞে, বাঁদীর কথা শুনুন। একটু সাহস্ করুন, নচেৎ এ কাজ, সোজায় মিট্‌বে ব'লে বোধ হয়না। আর আমাদের বাটী ত অতি নিকট। আপনি ছদ্মবেশে চলুন। তা হ'লেই সব দিক রক্ষা হ'বে। আপনার হুকুম, তিনি কিছুতেই ঠেল্‌তে পার্‌বেন না। তাঁকে বিবাহ কত্তে রাজী হতেই হবে।

গুলজার। আচ্ছা, বেশ তাই কর। আমি আজ রাত্রেই তোমার সঙ্গে ছদ্ম বেশে যাব। তাতে আমার কোন অপমান নাই; স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য, স্বামীর ধর্ম্ম পুত্রের আবরু রক্ষার জন্য, আজ আমি নিশ্চই সেখানে যাব। তোমার নাম কি ?

আমিনী। এ বাঁদীর নাম আমিনী, আর সে যুবতীর নাম গোলেনা।

গুলজার। আমিনী, তুমি স্থির থাক। আমীরুদ্দীন সেখানে পৌঁছিলে, তুমি আমাকে চুপি চুপি এসে খবর দিবে। নবাব আমায় না দেখ্‌তে পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হবেন বটে, কিন্তু যখন তাঁর পুত্র-বধূ ঘরে নিয়ে আসব, তখন অবশ্য মার্জ্জনা ক'র্‌বেন, তুমি প্রস্তুত থাকগে। আমিও ছদ্ম-বেশের আয়োজন করিগে।

আমিনী। বাঁদীর সেলাম লিজিয়ে। (প্রস্থান)

গুলজার। এঁ্যা ! আমীরুদ্দীনের এমন কুচরিত্র, তাকে আমরা দেবতা বলে জানতুম ! তাকে সুপথে ফেরাতেই হবে। না হ'লে নবাব মিথ্যা, নবাবের বেগম মিথ্যা, মুসলমান ধর্ম্ম মিথ্যা।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উদ্যান সম্মুখস্থ পথ)

গোলামকাদেরর প্রবেশ।

গোলাম। বাঃ ইয়ার ! খুব চাল্‌টা চেলেছ ! আমি তোমার এত করি, বুক দিয়ে ঢেকে বেড়াই, মেয়ে মানুষের বাড়ী আমা হ'তে চিন্‌লে, ছিলে মুখ-চোরা পেঁচাটী, আমার সঙ্গে জুটে—হ'লে তোতা পাখিটী, আর দাঁত কপাটী দেখিয়ে আমাকেই ফাঁকিটী ? বটে হে বটে, কালের ধর্ম্মই এই। অমন মেয়ে মানুষটাকে হাতে করেছ, সেধে এসে তোমাকে বুকে টেনে তুলেছে, একটা মুখের কথাও খসালে না চাঁদ ? বাহবা, কাজের লোক বটে ! এখন যে জান্‌তে পেরেছি ! তুমি নবাব-পুত্র ব'লে—তোমার কাছে বেশী বনিয়েছিলুম ; ইব্রাহিমও বড় ছোট লোক নয়, এখন তার

দিকে যদি বেশী ঘেঁসি, তখন তোমার গোলেনা কোথায় থাক্‌বে মনি ? আজ আচ্ছা করে তোমায় চাব্‌কাচ্ছি, দাঁড়াও।

নেপথ্যে। তফাৎ,—তফাৎ। নবাব বাহাদুরকা বার্‌ হুয়া। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার।

গোলাম। ঐ যে নবাব আস্‌ছে! একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়াই বাবা।

(অন্তরালে অবস্থিতি ও অনুচর পরিবৃত
নবাব সমসুদ্দীনের প্রবেশ)

সমসুদ্দীন। বাপ্‌রে, আমার কি এখন দরবার পোষায় ? আর উজীরও হয়েছে তেম্‌নি। কেবল নালিশ—কেবল নালিশ, আমার কি এখন মাথার ঠিক্‌ আছে ? প্রিয়-তমাকে কতক্ষণ দেখিনে। উঃ! যেন একটা যুগ ব'লে বোধ হচ্ছে। আহা! আমার প্রাণের প্রাণ, নাথ-হীনা চাতকীর ন্যায় উন্মাদিনী হ'য়ে—আমার পথ পানে চেয়ে আছেন। ব'লে এসেছি, এখনি আস্‌ব। মরি মরি! বালিকা না জানি কত ব্যাকুলই হ'চ্ছেন।

(গোলামকাদেরের প্রবেশ)

গোলাম। বান্দার বহুৎ বহুৎ সেলাম পৌঁছে।

সমসুদ্দীন। কি বাপু কি চাও।

গোলাম। জাঁহাপনার সঙ্গে কোন গোপনীয় কথা আছে, যদি অভয় দেন্—

সমসুদ্দীন। গোপনীয় কথা ? তা এখানে কেন বাপু ? গোপন জায়গায় যাও। দেখ্‌তে পাচ্ছ, ব্যস্ত হ'য়ে অন্দরে চ'লেছি।

গোলাম। আজ্ঞে, দরবারে সুবিধা হ'লনা ব'লেই, এ উদ্যান-পথে জনাবকে বিরক্ত ক'র্ত্তে এসেছি।

সমসুদ্দীন। বিরক্ত একটু হচ্ছি বইকি বাপু ? বিচার কর্‌বার এখন বড় সময় নাই। বুঝলে ? এখন পথ দেখ ; তেতে পুড়ে চলেছি। দরবারে এস—দরবারে এস।

গোলাম। আজ্ঞে, বান্দার গোস্তাকি মাফ্‌ হয়, কথাটা দরবারে বলবার নয়—বলেই, বড় কাতর হ'য়ে আমার আর্‌জী পেশ ক'র্‌ছি। আমীরুদ্দীন বাহাদুর, আমাকে দোস্তি বলে বড়ই আদর করেন ; আর এ কথাটা তাঁর সমন্ধেই।

সমসুদ্দীন। কি আমীরুদ্দীন সম্বন্ধে ? তবে তার কাছে যাও। আমি বৃদ্ধ মানুষ, আমাকে আর কেন ?

গোলাম। প্রভু ! গোলামের উপর একটু সদয় হ'ন। একটু স্থিরচিত্তে আমার নালিশটী শুনুন। আমীরুদ্দীন সাহেবের ভালর জন্য আপনাকে এত বিরক্ত, এত অনু-রোধ ক'চ্ছি।

সমসুদ্দীন। আমীরুদ্দীনের ভালর জন্য, তোমাকে কিছুমাত্র ভাব্‌তে হ'বেনা ; তা'র ভাল তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী বুঝি।

গোলাম। খোদাবন্দ ! একটু অপেক্ষা করুন। তিনি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার ক'রেছেন।

সমসুদ্দীন। কে ? কার কথা ব'ল্‌ছ ? এ কোন্‌ আমীরুদ্দীন ?

গোলাম। ধর্ম্মাবতার! এ আপনার পালিত-পুত্র আমীরুদ্দীন।

সমস্থদ্দীন। কি কাফের! ছোটমুখে এত বড় কথা? আমার আমীরের উপর তোর এত বড় দোষারোপ! সে ব্যভি-চারী? এই, জল্‌দী এই বদ্‌মাস্‌কো তফাৎ কর।

গোলাম। জনাব! আমার আর্‌জী শুন্‌লেন না? কিন্তু পরে আপনাকেই পস্তাতে হবে। এ স্ত্রীলোক যে সে নয়, আপনারি কোন———

সমস্থদ্দীন। কি নরাধম! এখনও তুই আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছিস্? যাও, এখনি দূর হও; নচেৎ বিশেষ বিপন্ন হবে।

রক্ষী। এই, চল্‌ চল্‌।

গোলাম! আচ্ছা বাবা, থাক; এর শোধ—হাড়ে হাড়ে তুল্‌তে পারি কি না দেখ্‌ছি।

(প্রস্থান)

সমস্থদ্দীন। এর, নিশ্চয়ই কোন মৎলব ছিল! এর ব্যাপারটা শীঘ্রই আমাকে তদন্ত ক'র্ত্তে হ'বে।

(দূরে আমিনীর প্রবেশ)

গীত।

আমি জেনে শুনে তারে পর ক'রে দিনু,
বুকখানি খালি ক'রে;
তা'রে দেখিতে দেখিতে ধ'রে নিয়ে গেল,
আমি ফিরে এনু ঘরে।

———

সমস্থদ্দীন। আহা ! সুমিষ্ট-তানে কে কোথায় গান্ ক'চ্ছে, শুনে কাণ জুড়িয়ে গেল। ঐ যে এক ব্যাটা—ষাঁড়ের ডাক ডেকে গেল, কাণ ঝালা পালা ক'রে দিয়েছে। আহা, স্ত্রীকণ্ঠ না হ'লে কণ্ঠ ! দেখ দেখি, কি মিঠে লাগ্‌ছে। কে ও ? রক্ষি ! ওকে ডাক ত।

(আমিনীর অগ্রসর হওন ও নবাবকে অভিবাদন)

সমস্থদ্দীন। তোমার কণ্ঠ অতি-মধুর ! তুমি কি—বেগম সাহেবের কোন গায়িকা না কি ? তবে অন্দর ছেড়ে এসেছ কেন ?

আমিনী। জাঁহাপনা ! এ গরিব খদিমার এমন কি সৌভাগ্য, যে বেগম সাহেবের চরণ সেবা করে জীবন সার্থক করে ?

সমস্থদ্দীন। হাঁ—বেশ বেশ, তুমি যেমন খাপসুরৎ ; তেম্‌নি তোমার মিঠা বাৎ। বহুত আচ্ছা, জীতা রহো বিবি। তোমার আর্‌জিটা কি, খপ্‌খপ্‌ ক'রে ব'লে ফেল ত।

আমিনী। জনাব ! এই গরিবের গরিবানা আর্‌জি, বড় ভয়ানক ! শুন্‌লে,—যে শান্ত মূর্ত্তিতে, যে শান্তিময় স্ফূর্ত্তিতে আছেন, তা আর থাক্‌বে না। সে কথা শুন্‌লে, আপনার আপাদ মস্তক কম্পিত হবে, ব্রহ্মতালু ভেদ হ'য়ে যাবে ; আপনার এই প্রাচীন শরীর, দৃপ্ত-সিংহের বল ধারণ ক'র্‌বে। আপনি সে ভয়ঙ্কর কথা শুন্‌তে প্রস্তুত হ'ন।

সমস্থদ্দীন। কে তুমি ? কাকে কি ব'ল্‌ছ ? জান, আমি কে ?

আমিনী। আজ্ঞে, হাঁ জনাব ! আমি বেশ জানি, আপনি নবাব সমস্থদ্দীন, দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা। প্রজা-বৎসল ! পত্নী-বৎসল !

পালিত-পুত্র-বৎসল ! আপনি এ পৃথিবীর দ্বিতীয় ঈশ্বর। তা না হ'লে—সাধ্য কি, পথের ধূলির অপেক্ষা হীন একটা নগণ্যা বাঁদী আপনার মুখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এত বড় কথা কয়।

সমসুদ্দীন। এ সব কি ব্যাপার ! আমি কি কোন চক্রান্তে পড়্‌লাম না কি ? ঐ একটা পাগল, পাগলাম ক'রে গেল। আবার এই স্ত্রীলোক কি মৎলবে এসেছে, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। দেখ, তুমি দেখ্‌তে শুন্‌তে দিব্বিটী ; কণ্ঠও অতি মধুর, গানটীও খাসা গাইলে ; বেশ নধর নধর—কোমল কোমল ব'লে বোধ হ'চ্ছে। তবে—এমন কঠিন হ'য়ে বৃদ্ধের বুকে ছুরি মাচ্ছ কেন ? এমন কি কথা ব'লবে, যা'তে নবাবের দেহ কাঁপবে, ব্রহ্মতালু ভেদ হ'য়ে যাবে, এই প্রাচীন শরীর সিংহের বল ধারণ ক'র্‌বে ; তুমি সবার টরাব খেয়েছ না কি ?

আমিনী। প্রভু ! পরিহাস ক'র্‌বেন না ; এ দাসী, পরিহাসের যোগ্যা নয়। অনেক কষ্টে আপনার দর্শন পেয়েছি। বড় গাত্রদাহ, বড় প্রাণের জ্বালা, তাই—এ হতভাগিনী আপনার শরণাপন্ন হ'য়েছে। (জানু পাতিয়া) জাঁহাপনা ! দুষ্টের দমন করুন, কুলবতীর কুল রক্ষা করুন, আপনার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখুন, আপনার বেগমের———

সমসুদ্দীন। কি—কি—কি ব'ল্লে, বেগমের কথা কি ব'ল্‌ছ ?

আমিনী। বলুন,—আমার উপর সদয় হ'য়েছেন ? বলুন,—সত্য কথা ব'ল্লে, এ বাঁদীকে শাস্তি দিবেন না ? খোদার নামে পশ্চিম মুখ হ'য়ে—স্পষ্ট শপথ ক'রে বলুন ; আমি

যে কথা ব'ল্‌ব, যে পাপের কথা প্রকাশ ক'র্‌ব, তাহা ন্যায়-সঙ্গত বিচার ক'রে—দোষীকে দণ্ড দেবেন, নির্দ্দোষকে খালাস দেবেন ?

সমসুদ্দীন। আমি এখনও বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি,—তুমি পাগল, না মাতাল! তা না হ'লে—তোমার কথার এত ভূমিকা কেন ? আমি নবাব, আমি বিচারপতি, তুমি অসহায়া স্ত্রীলোক বিচারের জন্য এসেছ ; আমি তাতে পরাঙ্মুখ হব বোধ কর ? শীঘ্র তোমার কথা শেষ কর।

আমিনী। জনাব ! সে কথা অতি গোপনীয় ; আপনার রক্ষী-দের একটু অন্তরাল হ'তে বলুন।

সমসুদ্দীন। আমায় তুমি ঘোর সন্দেহে ফেল্‌ছ, ক্রমে যেন অভিভূত হ'য়ে প'ড়ছি ! যাই হ'ক, সব কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে, তোমার কথাটা আগে শুন্‌তেই হ'বে।

(নবাবের ইঙ্গিতে রক্ষীগণের প্রস্থান)

সমসুদ্দীন। এখন বল, তোমার কি গোপনীয় কথা ?

আমিনী। খোদাবন্দ ! ব্যাপার বড় ভয়ানক ; হায়দার আলি, আপনার একজন সম্ভ্রান্ত প্রজা। তা'র গোলেনা-নাম্নী একমাত্র কন্যাকে—আমীরুদ্দীন বাহাদুর ছলে বলে কৌশলে বশীভূত ক'রে, সতীত্ব নষ্ট ক'রেছেন। এই সচ্চরিত্রা কন্যাকে. প্রথমে বিবাহ ক'র্‌বেন ব'লে প্রতিশ্রুত হন ; এখন তাঁর আর সে মৎলব নাই।

সমসুদ্দীন। কি—কি, সত্যি নাকি ? আমীরুদ্দীন এই কাজ

ক'রেছে ? ওহো ! সত্য সত্যই আমার বুকে চোট্ লাগল ।

আমিনী । জনাব ! এ অপেক্ষা আরও কঠিন কথা আছে ; কিন্তু ব'ল্‌তে বড় ভয়—

সমসুদ্দীন । বল বল, সমস্ত নির্ভয়ে বল, একটী একটী ক'রে সব শুন্‌ব ; আমি পাষাণ হ'য়েছি ! যখন আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম-পুত্র আমীরের নামে এই অপবাদ, তখন সৎ ব'লে পৃথিবীতে কোন ব্যক্তির উপর আর আমার বিশ্বাস নাই । বল বল, সে আর কি ক'রেছে, শীঘ্র প্রকাশ কর ।

আমিনী । ধর্ম্ম-অবতার ! সে কথা ব'ল্‌তে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, জিব্ শুকিয়ে উঠ্‌ছে ! রোষে অন্ধ হ'য়ে আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বেন না ত ?

সমসুদ্দীন । না না, কেন তুমি আর আমায় দগ্ধে মার ? শীঘ্র বল ।

আমিনী । আমীরুদ্দীন যে—এইরূপ ব্যভিচারে লিপ্ত হ'য়েছেন, সে কথা বেগম সাহেব কোন রকমে জান্‌তে পেরে, একদিন হঠাৎ তথায় ছদ্মবেশে উপস্থিত হ'ন। তার পর যে ভাবে তিনি আমীরুদ্দীনকে তিরস্কার করেন, তাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, তিনি আমীরের প্রতি——

সমসুদ্দীন । আর ব'লনা—আর ব'লনা, আমি সমস্ত বুঝ্‌তে পেরেছি ! সে দুশ্চারিণী, আমীরুদ্দীনের প্রতি আসক্তা, তা তোমার প্রত্যেক কথায় প্রকাশ পাচ্ছে। তা না হ'লে,—নবাবের বেগম হ'য়ে, নবাবের অন্তঃপুর হ'তে

রাত্রিকালে, কি সাহসে চুপি চুপি আমীরের উপপত্নার বাটীতে যায়। তার পর—তার পর।

আমিনী। আজও আবার সেই ঘটনা ঘটবে। যখন এই দুই অন্ধ প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমানন্দে বিভোর হবেন, ঠিক্ সেই সময়েই বেগম সাহেব ছদ্মবেশে উপস্থিত হ'য়ে—আমীরুদ্দীনকে যথোচিত অপমান ক'র্ব্বেন। ইতিমধ্যে তার সমস্ত আয়োজন ঠিক হ'য়ে গেছে।

সমসুদ্দীন। এঁ্যা—বল কি? আজও সে পাপিণী সেখানে যাবে? তার এত প্রাণের জ্বালা! আমীরের প্রতি তার এত প্রগাঢ় অনুরাগ যে, উপপতির উপপত্নীর বাড়ীতে সে বেগম হ'য়ে—স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করে? আমীর যে তার পুত্র-স্থানীয়; এঁ্যা—আল্লা! এ হ'ল কি? উঃ! আর সহ্য হয়না। আমিনি! তুমি সত্যই ব'লেছ, এখন আমি প্রদীপ্ত সিংহের বলে বলীয়ান্! ভাল, এ সমস্ত তুমি আমাকে দেখাতে পার?

আমিনী। যদি জাঁহাপনাকে এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখাতে না পারি, তবে বাঁদীর শির জামিন রইল।

সমসুদ্দীন। আচ্ছা, তুমি কে? বণিক-কন্যার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি?

আমিনী। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, গোলেনা—যিনি আমার পরম হিতৈষিণী-বন্ধুর মত কার্য্য করেন; আমি তাঁর প্রধানা বাঁদী।

সমসুদ্দীন। যদি তোমার কথা সত্য হয়, যদি সেই শয়তানীকে আমীরের সঙ্গে হাতে হাতে ধ'র্ত্তে পারি, তা হ'লে—

তুমিই আজ থেকে আমার প্রধানা বাঁদী ; তোমাকে হিতৈষিণী বন্ধু ব'লে আমিও চিরদিন আদর ক'র্‌ব। আমার মতলব শোন,—এখনি প্রকাশ করি, এই মুহূর্ত্তে স্থানান্তরে গমন ক'র্‌ব ; তাতে সে পাপিণীর পাপের পথ আরও প্রশস্ত হবে, সেও নির্ব্বিঘ্নে তথায় উপস্থিত হ'তে পার্‌বে। তুমি আমাকে এমন স্থানে লুক্কায়িত রাখ্‌বে, যাতে এ সমস্ত ব্যাপার আমি স্বচক্ষে দেখ্‌তে পারি। কেমন, এ পরামর্শ মন্দ ?

আমিনী। জনাব ! আপনার অকাট্য যুক্তির উপর, আমি আর কি বুদ্ধি দেব ? এই কথাই স্থির। এখন বাঁদীর প্রতি কি হুকুম হয় ?

সমসুদ্দীন আমার উদ্যান বাটীতে এস, তথায় গিয়ে সব পরামর্শ করিগে চল।

আমিনী। (স্বগতঃ) আগুণ জ্বলেছে, ধূ ধূ ধূ ধূ জ্বলেছে ! এই আগুণে গুলজার গোলেনা পুড়বে। যদি পারে, আমিনা আমীর ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেখাবে যে, আমীর গোলেনার নয়—আমিনার।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

(বৈঠক খানা)

গোলামকাদেরের প্রবেশ ।

গোলাম । নবাব আমাকে অপমান করে তাড়িয়েছে । আমীরের গুণাগুণ ব'ল্‌তে গেলুম, তা শুনলে না ; এর শোধ নিই কি করে ? আমীর ব্যাটাও ত আমাকে বড় ঘেঁষ দিচ্ছে না, খুব ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে । তবে একটা কথা আছে, গোলেনার সঙ্গে যদি ইব্রাহিমের সাদীটা হয়ে যায় । তাতেই বা কি হবে ? মাঝখান্ থেকে আমীর ব্যাটা টাট্‌কা মধু খেয়ে নিলে, আর এদেরও যোট বেঁধে গেল । সেই বাঁদী ছুঁড়ীটাকে হাত ক'ত্তে পাল্লে, কিছু কাজ গোছাতে পারি । এ সব কথা ইব্রাহিমের কানে এখন তুল্‌ছিনি । ফৈজুত সন্ধান নিতে গেছে, দেখা যাক্ না, শেষ কি হয় । এই যে ইয়ারদের নিয়ে ইব্রাহিম আস্‌ছে ।

(ইব্রাহিম, কৎলু ও ইয়ারগণের প্রবেশ)

ইব্রাহিম । আরে শোন কৎলু ভেইয়া ! গোলমাল মৎ কর । একটা হিসেব কর দিকিন ? আজ এৎবার, শনিচারমে হাম্ সাদী করনে যাগা, বিচ্‌মে কয় রোজ হায় ?

কৎলু । হুজুর ! দাঁড়ান, গুণে দেখি, আজ এৎবার ।

গোলাম। হাম্ আঙ্গলীসে পাকড় লেগা, এক।

কৎলু। কাল, এক সোমবার।

গোলাম। দো।

কৎলু। পরশু, দো সোমবার।

গোলাম। তিন।

কৎলু। তরশু, তে সোমবার।

গোলাম। চার।

কৎলু। পরশু, জুমারত।

গোলাম। পাঁচ।

কৎলু। হরশু, জুম্মা।

গোলাম। ছয়।

কৎলু। আউর হপ্তা, বস্ বস্ মিল্ গিয়া।

ইয়ারগণ। হুজুর সাদী কর্‌নে চলিয়ে, শনিচার আগিয়া শনিচার আগিয়া।

ইব্রাহিম। আরে কয় রোজ হায়, ঠিক্ দেও।

কৎলু। কাদের ভেইয়া! তোম্ ত রোজ পাকড় লিয়া, কং রোজ হুয়া হুজুরে পেশ কর।

গোলাম। আরে, হাম্ ত আংলীমে ঠিক দিয়া।

ইব্রাহিম। কয় রোজ হুয়া, জল্দী বোল না।

কৎলু। ইয়ে হুজুর! জেয়া গোলমাল, থোড়া হল্লা গুল্লা লাগতা।

ইব্রাহিম। আরে, তোম্ ক্যায়সা অজবুক। এৎবার সে শনিচার, এই কটা দিন ঠিক্ দিতে পার্‌লে না?

গোলাম। হুজুর! আগিয়া—আংলীমে আগিয়া! পহেলা এৎ,

পিছে শনিচার একরোজ উলটু গিয়া। লেকেন, ইয়ে যো শনিচার আঁকড় কিয়া; আপ্‌কা সাদীকা ওয়াক্ত হুয়া।

ইয়ারগণ। বস্, ঠিক্ হোগিয়া—ঠিক্ হোগিয়া।

ইব্রাহিম। যাক্, কি রকম ঘটা করে যাওয়া যায় বল দিকিন্ ?

কৎলু। হুজুর! আপনার আবার ঘটা কি; আপনিই ঘটা— আপনিই ছটা।

ইব্রাহিম। দেখ, ঘোড়ায় করে যাবনা মনে ক'চ্ছি।

গোলাম। আমি বলি হুজুর, উটে ক'রে চলুন। আপনার যেমন উঁচু পায়া, তেমনি উঁচুর ওপর বসে যাওয়াই ত উচিত ?

ইব্রাহিম। দিনের বেলায় যাব, রোশনাইয়ের দর্‌কার নেই। খালি তর্-বেতর ময়ুরপঙ্খী চালাও। তার ওপরে চার জোড়া করে তয়ফা চাপাও, কি বল ?

কৎলু। আজ্ঞে, তা ক'ত্তে হবে বৈকি। আমি বলছিলুম কি, উটের ওপর না চেপে—দশ বারটা পাট্টা জোয়ান মেয়ে মানুষের কাঁধের ওপর ময়ুরপঙ্খী চাপিয়ে, তার ওপর— তোফা হেল্‌তে দুল্‌তে বেস যাবেন।

ইব্রাহিম। হেঃ হেঃ হেঃ! দেখছো গোলামকাদের। তোমার চেয়ে কৎলু ভেইয়ার বুদ্ধি খানা কতখানি পাকা।

গোলাম। আজ্ঞে, ফজ্‌লী ফজ্‌লী—পেকে টস্ টস্ কচ্ছে।

কৎলু। হুজুর! সেই পোষাকটা কিন্তু পর্‌তে হবে।

ইব্রাহিম। কোন্‌টা ?

কৎলু। সেই পহেলা রোজ, টুন্নুর বাড়ীতে যে পোষাকটা পরে গিয়েছিলেন।

ইব্রাহিম। আরে—ছ্যা ! ক্যা কয়তে হো কৎলু ভেইয়া ! রেণ্ডী-ঘরকা পোষাক পরে গোলেনাকে সাদী ক'ত্তে যাব ? তোমার কিছু বুদ্ধি নাই।

কৎলু। আজ্ঞে—নেই ত বটে হুজুর ! আমার মতন বাঁজা মুখ্যু দুনিয়ায় নেই।

গোলাম। হুজুর ! পোষাকেই বা আপনার দরকার কি ? এই যা পরে আছেন, এরির চটক কত। এই খাপ্সুরৎ চেহারাতেই সব মানিয়ে যা'বে।

(ফৈজুর প্রবেশ)

ইব্রাহিম। আরে, আইয়ে ফৈজু মিয়া ! খবর আচ্ছা ?

ফৈজু। খবর বড়া আচ্ছা নেহি।

ইব্রাহিম। আরে কাহেরে ?

ফৈজু। শুনছি, গোলেনা আর কার সঙ্গে দোস্তি পাকিয়েছে।

ইব্রাহিম। আরে তোবা—তোবা ! এ্যায়সা বাৎ মৎ কহো ফৈজু ! আমায় ছেড়ে—আমার গোলেনা আর কারো সঙ্গে আসনাই ক'ত্তে পারে ? ও ঝুট্—ও ঝুট্ !

ফৈজু। ঝুট নেহি হুজুর ! মাফ কিজীয়ে মেরা কশুর ! শুনলুম, সে আদমীর ভারি পায়া ! হাকিমই হয় কি হকিমই হয়, তার সাকিম পাইনি ইয়ার !

ইব্রাহিম। হোঃ হোঃ হোঃ—কাদের ভেইয়া ! বুকে বড় চোট্ লাগ্ল ; গোলেনা আমায় ভালবাসেনা ? দোস্তি পাকিয়েছে ! আরে নেহি নেহি, ফৈজু ভেইয়া ভুল ব'কৃচে। থোড়া দারু পিলাও, তর্ ক'রে দাও।

ফৈজু। নেহি হুজুর ! আপ্ পিজিয়ে।

ইব্রাহিম। অহঃ হঃ হঃ—গোলেনা ! গোলেনা !! লে আও, লে আও, জল্‌দী লে আও। রং চালাও—রং চালাও।

(সকলের মদ্য পান)

ইব্রাহিম। কোন্ শ্বশুরা এ খবর তোমায় দিয়েছে ? আমাকে ছেড়ে এই ইব্রাহিমকে ছেড়ে, কোন্ শালার-বেটার-শালার ওপর সে পড়তা ? আমি ফাঁক হয়ে যাব ? আমার এইসি বদন—এইসি ঢং।

কৎলু। হুজুর ঠাণ্ডা হ'ন্—ঠাণ্ডা হ'ন্—আপনার এই চেহারায় গোলেনা মরে আছে—মরে আছে।

ইব্রাহিম। কোন শালার ঘরের শালা, আমার গোলেনা কেড়ে নেবে ? ধর্ লেআও চোট্টাকো।

সকলে। পাকড়ো শালাকো—পাকড়ো শালাকো।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(নৃত্য-শালা)

গোলেনা, আমীরুদ্দীন ও বাঁদীগণ।

গীত।

কামোদ মিশ্র—দাদরা।

চিও চড়াও চমকে মাতি পিয়ারে,
চুমি চুমি যেন কুসুমে ভ্রমর বিহারে।
গায় গুণ গুণ—ফিরে পুন্ পুন্,
বিলাসে আসি অমিয়া হাসি
লাজ ভাব গুমুরে বিকাসি,
চুণি চুণি চুন চুন।
এসেছিল সেধে, ফিরে গেল কেঁদে
ব্যথা নিয়ে হৃদি মাঝারে।
আয় করি কোলাকুলি, মুখে রাখি মধু বুলি,
এসহে রত্ন, করিব যত্ন, রহিব মগ্ন পাথারে—
তোমার হৃদয় আগারে॥

আমীরুদ্দীন। কেবল শুক্‌নো গান কি এ আসরে মানায় পিয়ারি ? দু'একটা রকম টকম ছাড়, প্রাণে একটু রস দাও আমার রসময়ি !

গোলেনা। প্রিয়তম ! তোমায় কি অদেয় আছে ? আমার যথা-সর্ব্বস্ব তোমাকে সঁপেছি। কি চাও বল ? কি রকম করে আমোদ কত্তে চাও হুকুম কর। আমি তোমার প্রেমাধিনী দাসী ; বল, কি করব বল ?

আমীরুদ্দীন। আমরা নৃত্য-শালায় বসে আমোদ ক'চ্চি, কিন্তু তার মত ত আমোদ হ'চ্ছেনা প্রাণেশ্বরি ! আজ এত ফাঁক ফাঁক দেখ্‌ছি কেন ? আমিনী কোথা ?

গোলেনা। তার কথা এখন কিছু বলবো না, সে এলেই বুঝতে পার্‌বে ; আজ এক নতুন আমোদের ঢেউ উঠবে।

আমীরুদ্দীন। তবে একবার রং চড়িয়ে গরম করে দাও। চোখ্‌ এখনও ভাল্‌সা মেরে রয়েছে। একটু রঙ্গে রঙ্গিলা না হ'লে, রং মজবে কেন রঙ্গময়ি !

(মদ্যপান ; শোহিনী ও দরবারীর প্রবেশ)

আমীরুদ্দীন। বাহবা ! বাহবা ! বহুত খুব ! যেমন গোলেনা, আর তেমনি শোহিনী দরবারী ! কৈ, আমিনীত এখনো আসছে না ?

গোলেনা। কথাটা কি জান ? আজ সে ভারী ব্যস্ত ! সে নিজের হাতে সরবৎ বানিয়েছে, আজ খাইয়ে আমাদের ভরপুর্‌ ক'রে দেবে ! এই যে আমিনী জুলেখাঁ আস্‌ছে।

(আমিনী ও জুলেখাঁর প্রবেশ)

গীত।

ভৈরবী—খেম্‌টা।

আমিনী। ভোর কার্ব্বাসে জম্‌লিয়া তাজা সরবৎ।
জুলেখাঁ। যেসা লাজিজ্ মজেদার হো তেসা হজরৎ॥
আমিনী। জেরা সে চাক্‌না টাটকা খানা,
জুলেখাঁ। চোখা মিঠা সেরা খস্‌বু আনা,
আমিনী। লেও থোড়া নমুনা,
জুলেখাঁ। দেও মিঠা চুমানা,
জুলেখাঁ। শির ঘুমেগা মজ্জেগা আলবৎ
উভয়ে। ছাতিমে উঠাও জানী উস্‌মে নেহি কুল্‌ফৎ॥

আমীরুদ্দীন। এস এস আমিনি! বহুৎ আচ্ছা—রকম সরবৎ বানিয়েছ নাকি ?

আমিনী। নেহি হুজুর! আপ নাদির আউর চিজ কি বিক্রীকা বাজার! চোস্ত দোরস্ত করিয়ে—পহেলাত গলাভর পিজিয়ে, তব্ দেখেঙ্গে মেরা কেরামৎ।

আমীরুদ্দীন। হাঁ? আচ্ছা! আচ্ছা!

(সকলের মদ্যপান)

আমীরুদ্দীন। বাঃ বাঃ! বহুত আচ্ছা-চিজ্, তোফা সরবৎ! আঃ শরীর জুড়িয়ে গেল! বুঝলে আমিনি! যেমন তোমার মিঠা সরবৎ, তেমনি তুমি মিঠা আওয়াৎ।

আমিনী। হাঁ হুজুর ! য্যায়সা আঙ্গুর কি ফল।

গোলেনা। বলি হ্যাঁলো ! আমি কি তোদের কেউ নই ?

আমিনী। আরে বাপ্‌রে! ও কথা কি ব'লতে আছে বিবিজান্ ? আপজিন্‌কা হিকায়েৎ হায়—পরীজাদ্ হায়। এতদিন আমাদের ছিলেন, এখন আমীরের হ'য়েছেন ; তবুও উস্তানি ! যদি পায়ে রাখেন, এ বাঁদী আপনারি।

জুলেখাঁ। বাঃ বাঃ ! আমিনীত খুব রঙ্গ কচ্ছিস্, আমি বুঝি কেউ নই ? আমীর সাহেব ! একবার আমার দিকে চাও ; ছজনে তোমায় বেঁটে নিলে, আর আমি উপোস ক'রে মর্‌বো ?

গোলেনা। জুলেখাঁ, তুই আর জ্বালাস্‌নি। আমিনী একাই একশো হ'য়ে বেড়াচ্ছে। তুই আর কেন গুম্‌রে থাকিস্; তখন যে কত বলেছিলি, আজ আমীরকে কত গান শোনাবি, আর এখন বুঝি জিব শুকিয়ে উঠলো ?

আমিনী। গোলেনা বিবি ! জুলেখাঁ আমার কাণে কাণে ব'লে দিলে, আর ছেঁদো কথায় কাজ কি ? একবার আমীর সাহেবের পাশে বস্‌তে পাই ! তবে দেখিয়ে দিই, আমার কত খানি এলেম।

জুলেখাঁ। হ্যাঁলা ! কখন্ বল্লুম লা ! তুই যেমন, তেমনি তোর মনের কথা বেরিয়ে পড়েছে।

আমিনী। ওলো—গুম্‌রে থাকিস্‌নি, পেট ফুলে যাবে।

জুলেখাঁ। আচ্ছা, আমিও কেরামতি দেখাচ্ছি।

আমিনী। কি বলেন হুজুর ! আর একবার হাত ফিরিয়ে দোব না কি ?

আমীর ! এমন মিঠা তালের সঙ্গে, মিঠা সরবতই এখন সরবতী লেবু। (মদ্যপান)

গোলেনা। মাইরি আমিনি ! কি সরবতই তয়ের ক'রেছিস্ ; প্রাণ তর্ হয়ে উঠলো ; আমার গলায় গান আস্‌ছে, পায়ে নাচ পাচ্চে। আমীর ! হুকুম কর—একখানা বাৎলে দিই।

আমীর। বহুত খুব—বহুত খুব, ওহে সব চুপকর ; আমার গোলেনা তান বাৎলাবে। মিঠাতান্, মেরাজান্।

জুলেখাঁ। বাঃ বিবিজান ! আমরা বুঝি খালি দাঁড়িয়ে থাক্‌ব। আমাদেরো গাইতে হবেনা ? আমরা বুঝি সাক্ষী দিতে এসেছি ?

আমিনী। হোঃ হোঃ, ঠাণ্ডা হোঃ—ঠাণ্ডা হোঃ, আউর থোড়া সরবৎ লাগাও ; পিছে, তান লাগাও বাইজি !

আমীরুদ্দীন। গলা খানা একবার সানিয়ে নাও বিবিজান !

গোলেনা। আমার গলা এমনই সানান আছে। আয় আয় হেলেদুলে, তান লাগাই মিলে জুলে।

(গোলেনা ও জুলেখাঁর গীত)

খাম্বাজ—দ্রুত একতালা।

মিঠা পানি আনি চল্ মিঠা দরিয়ায়,
ঐ দ্যাখ কে হোথায়—বসে মিটি মিটি চায়।
কেন আগলে আছে পথ বলনা লো কি চায় ?
পাছুড়ী ছোড়্ দে—এগুমান তোড়্ দে
ওলো একি জ্বালা ছিছি ফেরে পায় পায়॥

আমিনী। আমার জান্‌কি পিয়ারা ! তুমি যেন আমার ডাঁসা পিয়ারা, এস তোমায় দিই এক থাবল; আমার দাঁত দেখ্‌ছো যেন দেড়গজী সাবল।

জুলেখাঁ। যেমন তোমার দাঁত, তেম্‌নি তোমার বাৎ। ছ্যা—ছ্যা ! যেন চিংড়ীমাছের খোসা ! আমার দেখ্‌ছিস কেমন খাশা, তবু আধখানা টেনে নেছে—ইন্দুরের বাসা। কি বল ইয়ার ! বলি, বুঝ্‌ছো দাঁতের ধার ? যদি বেশী তোল গোল, এই ভাঙ্গা দাঁতেই তেড়ে গিয়ে মার্‌ব এক্‌ ছোবল।

আমীর। আরে বাপ্‌রে ! একি খাসা দাঁতের ধার, যেন গণ্ডার ! এক্‌ ছোবলেই কর পগার পার।

গোলেনা। তবে—আমিও এই বিষ ঢাল্লুম, আপনার বিষেই জ্বরে মলুম। (শয়ন)

জুলেখাঁ। ও আমিনি ! আমায় ধর্‌, পা কাঁপছে থর্‌ থর্‌ ! (শয়ন)

আমিনী। আমিও সই অবাক্‌ ! আমারো কি আছে কিছু কমী ? (শয়ন)

আমীর। তাই ত, এ হ'লো কি ? উঃ ! আমারও মাথাটা বন্‌ বন্‌ ক'চ্ছে। আমিনী কি সরবৎই বানিয়েছে ? আমারি নেশা ধ'র্‌ছে, তা—এদের কোমল প্রাণে এত সইবে কেন ? ও আমিনি ! আমিনি ! এই কি তোমাদের অমোদ করা ?

আমিনী। আর আমিনী; আমিনী এখন জ্যান্তে মরা ! এই জায়গা জমি মেপে—আমিনী গড়িয়ে গেল ক্ষেপে, যেন মদের পিপে।

(গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান)

আমীর। বাঃ! এ ত বেশ নিঝুমের পালা দেখ্‌ছি, সকলেই ঘাল্‌! এখন হালই বা ধরে কে? পালই বা তোলে কে? তবে আমিও একটু পাশ নিই! (শয়নোদ্যত)

(সহসা বেগমের প্রবেশ)

গুলজার। আমীর!

আমীর। আঃ সর্ব্বনাশ! একি, বেগম সাহেব যে! আপনি এখানে? আপনি এখানে কেন?

গুলজার। আমি তোমার জন্যে এসেছি। আমীর, এ সব কি?

আমীর। এখনো কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা! আমি খোয়াব দেখ্‌ছি, না খেয়াল দেখ্‌ছি!

গুলজার। এমনিই তুমি উন্মাদ বটে। তুমি নবাব সমসুদ্দীনের সন্তান হ'য়ে—এই তোমার আচরণ? একটু লজ্জা হয়না? এই রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, একটা নগণ্যা দুশ্চরিত্রার সঙ্গে এই ঘৃণ্য পাপময় ব্যভিচারে রত? ছি ছি ছি ছি! এই কলঙ্ক-কালিমা-মাখা মুখ নিয়ে, কি ক'রে তুমি সেই সরল-প্রকৃতি মহাপুরুষের কাছে মুখ দেখাও? তোমার চরিত্র, আদর্শ ব'লে জান্‌তেম। মহৎ ব্যক্তি ব'ল্লে, তোমাকেই বোঝাত। এঁ্যা—আমীর! তোমার এই কাজ?

আমীর। আর আমাকে লজ্জা দেবেননা! আমার এখন চক্ষু ফুটেছে। বুঝ্‌তে পেরেছি, অতি ঘৃণিত দুষ্কর্ম্মকে প্রশ্রয় দিয়েছি। মা! আমার অপরাধ হ'য়েছে, বুঝ্‌তে পারিনি; অবোধ বালক ভেবে আমায় ক্ষমা করুন।

আমীর। উঃ আমীর ! আজ আমাকে আশ্চর্য্য ক'রেছ ! এক-
বারো কি মনে ভাবছ? তোমার এই কদাচার শুনে তোমাকে
রক্ষা কর্‌বার জন্যে, আমি কি দুঃসাহসের কাজ ক'রেছি ?

আমীর। উঃ ! আমার মরণই মঙ্গল; তা নইলে জন-সমাজে
এ মুখ কেমন ক'রে দেখাব ? মা ! সত্যই আমাকে রক্ষা
কর্‌বার জন্য, আপনি ভয়ঙ্কর বিপদ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন।
এই গভীর রাত্রিকালে ছদ্মবেশে প্রকাশ্যে বাহির হ'য়েছেন,
নবাব যদি ঘুণাক্ষরে জান্‌তে পারেন; জানিনা, এর ফল
কি শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়াবে। কিন্তু, আপনি কেমন
ক'রে এসব বিষয় অবগত হ'লেন ?

গুলজার। সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা ক'রনা। আমি কেমন
ক'রে কি উপায়ে—এসব কথা শুনেছি, তোমায় আমি
কিছুমাত্র ব'লবনা। পূর্ব্বে আমি ভেবেছিলেম, এই
কন্যা অতি সচ্চরিত্রা, সৎকুলোদ্ভবা; কিন্তু যেরূপ মাতাল
অবস্থায় দলবল নিয়ে—অতি ঘৃণিত ভাবে মাটীর
উপর শুয়ে র'য়েছে, আমার পুত্র-বধূ হবার ও স্ত্রীলোক
কিছুতেই উপযুক্তা নয়। নবাবের কাছে আমার এক
ভরসা ছিল যে, পুত্রের সঙ্গে মনের মতন পুত্র-বধূ
ঘরে এনেছি; এতে তিনি রাগ না ক'রে, বরং বিশেষ
সন্তুষ্ট হ'তেন। কিন্তু—এখন দেখ্‌ছি, এ যারই কন্যা
হ'ক, যে বংশেই জন্মগ্রহণ ক'রে থাক্‌, কিছুতেই সেই
দেব-হৃদয় নবাবের অন্তঃপুরে স্থান পেতে পারেনা।

আমীর। এতক্ষণ বোধ হয়, নবাব আপনাকে বিশেষ অনুসন্ধান
ক'চ্ছেন। কি ব'লে আপনি গৃহ প্রবেশ ক'র্‌বেন ?

(দ্বিতলে জানালার নিকট সমসুদ্দীন ও আমিনীর প্রকাশ)

আমিনী। জাঁহাপনা! ঐ দেখুন. আপনার বেগম; দেখুন, একবার গায়ের জ্বালা! কি ভাবে আমীরের সঙ্গে কথা ক'চ্ছে—একবার প্রত্যক্ষ দেখুন।

সমসুদ্দীন। আমিনি! আজ জান্‌লেম, তুমিই আমার যথার্থ হিতৈষিণী-বন্ধু; আরো কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাক, দুশ্চারিণী আরো কি বলে শুনি।

গুলজার। আমীর! আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর, আর কখন এ পথ মাড়াবেনা? জীবনে কখন এ স্ত্রীলোকের মুখ দেখ্‌বেনা? বাড়ী থেকে আর কখনও বেরোবেনা? বল, আমার পদস্পর্শ ক'রে খোদার দিকে চেয়ে শপথ কর; তা হ'লে তোমার সব কসুর মাপ ক'র্‌বো।

সমসুদ্দীন। ঐ ছাখ, অঙ্গস্পর্শ ক'চ্ছে; ঐ ছাখ, কত প্রেম জানাচ্ছে। আমিনি! আমিনি! আমি চতুর্দ্দিক ধূমাকার দেখ্‌ছি! শীঘ্র আমাকে নিয়ে চল—আমাকে সিঁড়ি থেকে নাবিয়ে দাও! তার পর আড়াল থেকে দেখ, এদের কি শাস্তি দিই।

আমীর। তবে আর বৃথা বিলম্বের প্রয়োজন কি? নবাব হয়ত এতক্ষণ আপনাকে বিশেষ অনুসন্ধান ক'চ্ছেন।

(বেগে সমসুদ্দীনের প্রবেশ)

সমসুদ্দীন। আরে দুশ্চারিণি! আরে কলঙ্কিনি! এই তোর্ সতীত্ব? শয়তানি! আপনার রক্ত আপনি খাচ্ছিস্?

তুই নবাবের বেগম হ'য়ে, সেই নবাব-পুত্রের প্রতি তোর্ কলুষিত প্রেম? আমি বৃদ্ধ হ'য়েছি ব'লে, তুই ভেবেছিস্ মনুষ্যত্ব হ'তে বর্জ্জিত হ'য়েছি? হ্যাঁরে নরাধম! মুসলমান-কুল-কলঙ্ক! এই জন্য তোকে এত কাল পুত্রভাবে প্রতিপালন ক'রে এলেম? এঁ্যা—এতটুকু ধর্ম্মভয় হ'লনা! কাল-ভুজঙ্গের মত তুই অনায়াসে আমাকে দংশন ক'ল্লি?

আমীর। জনাব! আপনি আমাকে যা ব'লবেন, সব সহ্য ক'র্ত্তে পার্‌ব; এইস্থানে এসেছি, এতে আমি বিশেষ অপরাধ ক'রেছি; এর জন্য আপনি যা ব'লবেন, সমস্তই শিরোধার্য্য ক'রব। কিন্তু এই মাতৃস্থানীয়া আদশসতী নবাব-পত্নী বেগমের প্রতি, এহেন ঘোরতর অপবাদ কখনই সহ্য ক'রবনা। আমাকে চির-নির্ব্বাসন দণ্ড করুন, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করুন, তা'তে কিছুমাত্র কাতর হ'বনা, কিন্তু নবাব——

সমসুদ্দীন। আরে বিত্তয়াকা! আরে বেইমান! আরে নিমক্‌হারাম! এখন তুই আমার সম্মুখে মুখ তুলে কথা কচ্ছিস? তুই জানিস, তোদের এই পাপ প্রেমের কথা আদ্যোপান্ত সমস্তঅবগত হ'য়েছি। এখনও তুই আপনাকে নির্দ্দোষ প্রমাণ কর্ত্তে চেষ্টা কচ্ছিস? ওঃ! ধন্য তোর দুঃসাহস। গুলজার!

গুলজার। হুকুম জাঁহাপনা।

সমসুদ্দীন। আর তোমার কিছু সাফাই আছে?

গুলজার। বল্‌বার অনেক আছে, কিন্তু বল্‌বার অধিকার দেবেন কি?

সমসুদ্দীন। কি বলবি আবার পাপিনি ! তুই বেগম হ'য়ে এই রাত্রিকালে চুপি চুপি যদি প্রকাশ্যে বেরোতে পারিস্ তোর অসাধ্য কাজ কি আছে ? বার-বিলাসিনি ! তোদের ব্যভিচার এই ত প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি। আ আল্লা ! তোর এত দরদ, তোর এই সন্তান তুল্য আমীরের প্রতি এত প্রাণের টান, যে তার উপপত্নীর বাড়ীতে—উঃ আর আমার বাক্য নিঃসরণ হ'চ্চেনা। এ্যাঁ, গুলজার ! বস, আর আমি বিলম্ব কত্তে পারি না। কৈ হায়রে ?

(অস্ত্রধারী রক্ষীগণের প্রবেশ)

রক্ষীগণ। ক্যা হুকুম খোদাবন্দ ?

সমসুদ্দীন। খাড়া রহো ! তুই মনে ক'রেছিস্, এমনি অসহায় ছদ্মবেশে তোর খর্পরে এসে পড়েছি ? জালিম ! হারাম জাদ ! তুই জানিস্ না নবাব চিরদিনই নবাব। আমি বৃদ্ধ হয়েছি বলে এতদূর অশক্ত, তুই আমার পুত্র পদবাচ্য হয়ে আমার পত্নীর উপর নারকীয় প্রণয় স্থাপন করেছিস্ তাতে আমি অন্ধ মুক বধির হ'য়ে থাকবো ? হাঁরে কৃতঘ্ন ! এই তোর ধর্ম্ম ? এই তোর কৃতজ্ঞতা ? কে তুই অজ্ঞাত কুলশীল ! ঘোর বনে রক্ত পিণ্ড শিশু অসহায় অবস্থায় পড়েছিলি, আমার কৃপাদৃষ্টিতে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের গুণে নবাব পুত্রের পদে অভিষিক্ত হয়েছিস্, এই মহামূল্য তাজ তোর মস্তকে শোভিত হবার কথা, কিন্তু হা বদ্‌বখত ! আরে বেনসিব ! দূর দূর বিআক্কিল ! আপনার মঙ্গল দুপায়ে দলন কল্লি। শোন্ নরাধম ! যে পশুবৃত্তিতে

ভয়ঙ্কর পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিস্, সেই উন্মত্ত ক্ষুধিত পশুরাজ সিংহের মুখে তোদের জীবন্ত নিক্ষেপ করবো ! আমি স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে দেখবো কেমন করে তোদের পাপ দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয় ! আরে পাপাত্মা ! আরে পাপিনি ! তোদের এই ভয়ানক শাস্তি দেখে জগৎ সংসার শিক্ষা লাভ করুক, অগম্যাগমনে আর যেন কারোর কখন প্রবৃত্তি না হয়। এই, পাকড়কে লে আও।

(সমসুদ্দীন, গুলজার, আমীরুদ্দীন ও রক্ষীগণের প্রস্থান ; বেগে আমিনীর প্রবেশ)

আমিনী। এঁ্যা—একি হলো ! আমীরকে যে নবাব বধ ক'ত্তে নিয়ে গেল, ঐ যে নিয়ে যাচ্চে, কাটা মোরগের মতন ছট্‌ফট্ কচ্ছে। গুলজারকে মারে মারুক, তাতে আমার কোন ক্ষতি নাই ; কিন্তু আমার প্রাণের আমীর যে সিংহের মুখে ক্ষত বিক্ষত হবে। কি হবে ? কেমন ক'রে রক্ষা করবো ? নবাবকে ত কোন কথা বলা চল্‌বে না। এখন রাগে অন্ধ হ'য়েছে। এঁ্যা একি বুদ্ধি কল্লুম, সব দিক খোয়ালুম, সব দিক খোয়ালুম ! আহা—আমীরকে সরবতের সঙ্গে কেন সেই গুঁড়ো বেশী করে খাওয়ালুম না, অজ্ঞান মাতাল হয়ে পড়ে থাক্‌তো—আজকের মতন রক্ষা পেত, কাল ভোরে যে কোন উপায়ে আমীরকে নিয়ে দেশান্তরে পালাতুম। ওমা, অমি কি আবোল তাবোল ব'ক্‌ছি। গোলেনা ! গোলেনা ! থাক্, এই রকম মাতাল হ'য়েই পড়ে থাক্। হয়, আমীর আমার হবে ; নয়, এক সঙ্গে সিংহের মুখে প্রাণ দোব।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বধ্য-ভূমি)

সম্মুখে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ ; গুলজার, আমীরুদ্দীন ও রক্ষীগণ ; সমসুদ্দীনের প্রবেশ।

সমসুদ্দীন। একি কোতয়াল! কোতয়াল! এখনো তোরা স্থির নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছিস্! এখনো এই পামর পামরী, সিংহের গ্রাসে পতিত হয়নি? এখনো পৃথিবী এই পাপাত্মাদের দেহভার বহন ক'চ্ছেন? উঃ! আমার দারুণ মর্ম্মজ্বালা; তোরা বুঝ্‌তে পারিস্‌নি, তাই বোধ হয় তোদের মায়া হ'চ্ছে! শোন্, পহেলা এই বদ্‌জাত; পিছে, এই আওরাৎকো পিজ্‌রামে ফেকো।

গুলজার। এই ত আসন্নকাল উপস্থিত! সিংহের দন্তে এখনি ত এ দেহের খেলা ফুরুবে! তবে মৃত্যুকালে আমার মনের খেদ রাখি কেন? নবাব! আমি তোমার পদানতা বাঁদী; জীবনে মরণে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, তোমার হুকুম তামিল করাই আমার পরম ধর্ম্ম। এ হতভাগিনীকে সহধর্ম্মিণী ক'রেছিলে, অতি উচ্চ বেগমের পদে বসিয়েছিলে, যথেষ্ট ভালবাস্‌তে সত্য; কিন্তু জানিনা, কোন্ চক্রান্ত-প্রভাবে সেই দেব-পুরুষ অতি কলুষিত সন্দেহে

আজ জর্জ্জরিত। তারি ফলে, পরম পবিত্র মাতৃভাব জগৎ থেকে তিরোহিত হ'চ্ছে। ওঃ—জগদীশ্বর! এখনো আমার মাথায় বাজ পড়ছেনা কেন? আমীর আমার সন্তানতুল্য; সর্ব্বশক্তিমান খোদা জানেন, আমি সেখানে কেন গিয়েছিলেম। নবাব! নিশ্চয় জেনো, কেবল তোমার গৌরব রক্ষার জন্য। আর কোন কথায় কাজ নাই; আমি হুকুমের বাঁদী, হুকুম পালনই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু নরনাথ! আবার ব'লছি, মুক্তকণ্ঠে তোমার কাছে নিবেদন ক'চ্ছি, আমি পতিব্রতা-সতী। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যদি সত্যই এ সংসারের ভূষণ হয়, ইস্‌লাম ধর্ম্মে যদি আমার মতি থাকে, যদি কায়মনোবাক্যে তোমার সেবায় একদিনও বিরত হ'য়ে না থাকি, তবে প্রভু! কখন না কখন তোমার বিষম ভুল বুঝ্‌তে পার্‌বে, গুলজারের জন্য, একদিন তোমাকে আক্ষেপ ক'র্ত্তে হবে। আর আমার কিছু বল্‌বার নেই। কৈ, কে আছিস্‌, শীঘ্র পিজরা খুলে দে; এই ঘৃণিত জীবন বড় দুর্ব্বহ ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

সমসুদ্দীন। ব্যভিচারিণীর মুখ চিরদিন বড়, উচ্চ কথায় কখন ঠকেনা! কিন্তু তাতে আমি কিছুতেই ভুল্‌বনা! স্ত্রী-চরিত্র বোঝা, এ সংসারে বড় কঠিন। কোতয়াল! জল্‌দী পিজরা খোল্‌ দেও।

(কোতয়াল কর্ত্তৃক পিঞ্জর উন্মুক্ত করণ)

গুলজার। যদি সতীধর্ম্ম সত্য হয়, যদি স্বর্গীয় মাতৃভাব না

কলঙ্কিত হ'য়ে থাকে, সন্তান যদি নারকীয় মহাপাতকে কখন অভিলাষী না হ'য়ে থাকে ; তবে একটা সিংহ কি, পৃথিবীর যাবতীয় হিংস্র পশু পতিব্রতার কাছে পরাজিত। নবাব সেলাম।

(পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ ; সিংহের স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ও বেগমের পদলেহন)

রক্ষীগণ। আল্লা, আল্লা হো—আল্লা হো ! খোদাকা মর্জ্জী।

সমসুদ্দীন। এঁ্যা—একি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ! সিংহ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রইল ! আক্রমণ করা দূরে থাক্, পদলেহন ক'চ্ছে !

আমীর। একি—একি, একি দেখ্‌ছি ! নবাব ! নবাব ! একবার চ'ক্ষে দেখ। তোমার সাধ্বী-স্ত্রীর অমানুষী প্রভাব একবার প্রত্যক্ষ দেখ। বনের পশু সিংহও আজ সতীত্ব-গৌরবে মুগ্ধ ! দেখ দেখ, সিংহ পশ্চাৎপদ ; সিংহের নির্ম্মল চ'খে দরদর অশ্রুধারা বিগলিত। সিংহের করাল-গ্রাস, যেন বজ্রপাত-সন্ত্রস্ত হ'য়ে দন্তে দন্তে পেষিত। নিস্পন্দ—নির্ব্বাক্ হ'য়ে—অতি ভক্তির সহিত সতীর পদরজঃ অবলেহন ক'চ্ছে। উর্দ্ধপুচ্ছ হ'য়ে দেখ দেখ, কি ব্যাকুল উদ্দামভাবে, তোমার দিকে চেয়ে কাতর ভাব ক'চ্ছে। ওহে পুরুষোত্তম ! তুমি নবাব, প্রজা-পালনের ভার তোমার উপর, দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী তুমি, তোমার প্রাণে বিন্দুমাত্র দয়া নেই ? ছুটো নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক প্রাণ চূর্ণ বিচূর্ণ ক'র্‌বে ব'লে, তাই স্বচক্ষে

দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে এসেছ। কিন্তু যদি প্রাণ থাকে, যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব থাকে, তবে একবার জ্ঞান চ'ক্ষে স্পষ্ট চেয়ে দেখ, মাংসাশী পশু অতি নির্দ্দয় সিংহ্‌ও আজ তোমার কাছে কি সহৃদয়তার পরিচয় দিচ্ছে। দ্যাখ্‌রে জগৎ! কোটী কোটী চক্ষু উন্মীলন ক'রে চেয়ে গ্যাখ্‌, নররাজের চেয়ে পশুরাজের বিচার কত শ্রেষ্ঠ—কি মহত্ত্ব পরিপূর্ণ। সিংহ যে কেন পশুরাজ, আজ তা সর্ব্বলোক সমক্ষে ন্যায় বিচারে প্রমাণিত হ'ল। পতিপ্রাণা সন্তান-বৎসল মা আমার! ঐ অভয় কোলে আমায় আশ্রয় দাও। পুত্রস্নেহের স্বর্গীয়-কিরণ জগতে বিতরণ কর। জগৎ আলোকিত হ'ক্‌, মাতৃভক্তির উত্তাল-তরঙ্গ জগতে প্রবাহিত হ'ক্‌, জগৎ শিক্ষা লাভ করুক। নবাব সেলাম।

(পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ ; সিংহের পূর্ব্বভাব)

রক্ষীগণ। বাঁচ গিয়া—বাঁচ গিয়া।

সমসুদ্দীন। এ ক্যা—তাজ্জব! আউর কাউফকা নিশান! এঁ্যা—একি অঘট-ঘটন! আমীরকে ত সিংহ স্পর্শও ক'ল্লেনা, অবাক্‌ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! যেন বুক দিয়ে রক্ষা ক'ত্তে আস্‌ছে। ব্যাপার কি? একি প্রেম! একি প্রেমের গভীরতা! নরমাংস-লোলুপ সিংহ, নররক্ত পানে বিরক্ত হ'ল, মুখের গ্রাস স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ ক'ল্লে? খোদা! একি তোমার মহিমা, না শয়তানের বুজরুকী? আমি যে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি! কোনরূপ মন্ত্রে কি সিংহকে বশ ক'ল্লে? কখন কখন মন্ত্রবলের কথা

শোনা যায়। নিশ্চয় তাই ; এদের এমন কোন ক্ষমতা জন্মেছে, যাতে সিংহও মন্ত্রমুগ্ধ হয়। গুলজারের এভাব, তা হ'লে ত সমস্ত মৌখিক ! ও অবশ্য আমীরের প্রতি আসক্ত। ওহো ! আমি কি ক'রব ; আমার মস্তিষ্ক বিচঞ্চল, জ্ঞানভাতি নির্ব্বাণ প্রায়, বিবেক-শক্তি স্তম্ভিত ! তত্রাচ এরা ক্ষমার যোগ্য নয় ; শোন, এরা দুজনে রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত। সিংহগ্রাসে মৃত্যু হ'লনা ব'লে, এরা কিছুতেই মুক্তি পেতে পারেনা। আমার বিচারে, এরা উভয়েই চির-নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। আমার আর বক্তব্য নাই, এস্থানে থাক্‌বারও প্রয়োজন নাই।

(প্রস্থান)

কোতয়াল। বেগম সাব ! এ বান্দা আর কি ব'ল্‌বে ? নবাবের হুকুম ত শুন্‌লেন, আমরা হুকুমের গোলাম।

(পিঞ্জর হইতে উভয়ের বাহিরে আগমন)

গুলজার। যাও বৎস ! এই নিষ্ঠুর নবাবের অধিকার থেকে যে পথে দু'চক্ষু যায়, ঈশ্বরের নাম স্মরণ ক'রে নির্ভাবনায় চলে যাও। যদি সতী-সাধ্বীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে থাক, যদি আমার প্রতি তোমার কিছুমাত্র ভক্তি থাকে, তবে—তোমার পদে একটী কণ্টকও বিদ্ধ হবেনা। রাজ-রাজেশ্বর হ'বে, দীর্ঘজীবী হ'য়ে পরমানন্দে দিন কেটে যাবে।

আমীর। কিন্তু মা, আমার গোলেনা ?

গুলজার। গোলেনা যদি যথার্থই তোমাকে ভালবেসে থাকে,

সে যদি তোমায় পতিভাবে বরণ করে; তবে অবশ্যই গোলেনা তোমার হ'বে, তার আর সন্দেহ নেই।

আমীর। মা, আপনার বাক্য কখনই নিষ্ফল হবেনা; কিন্তু আপনি ত জানেন, আমি নির্দ্দোষ। জ্ঞানে মনে জানি, আমি কখনও কোন কলঙ্কের কাজ ক'রিনি। ঈশ্বর জানেন, কি মনোবেদনায় আমি ব্যথিত! আপনার কৃপায় আমার বাল্য-জীবন অতীত হ'য়েছে, যথা সম্ভব জ্ঞানও অর্জ্জন ক'রেছি, নিজের জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নই। কিন্তু, আপনি কোথায় যাবেন? রাজ-রাজেশ্বরী হ'য়ে, কোথায় পথে পথে ভ্রমন ক'র্ব্বেন? কে আপনাকে রক্ষা ক'র্‌বে মা?

গুলজার। আমার রক্ষক সেই ধর্ম্মবীর মহম্মদ। যার মনের বল আছে, সে আপনাকে রক্ষা ক'ত্তে জানে। তুমি আমার জন্য কিছু ভেবনা, আমার ধর্ম্মই আমাকে রক্ষা ক'র্‌বে। আর সময় নাই, আর এ রাজ্যে থাক্‌তেও আমার প্রবৃত্তি নাই। রণে বনে দুর্গমে সঙ্কটে যে অবস্থায় পতিত হওনা কেন, তাঁকে মনে রেখো, সব বিপদ কেটে যাবে। বাবা, সুখে থাক। খোদা! আমার সহায় হও।

আমীর। আল্লা! আমার মাকে রক্ষা কর।

(উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(নদী তীরস্থ পথ)

আমিনীর প্রবেশ।

আমিনী। আমীরকে ত রাখতে পাল্লুম না, আমীর ত আমার হ'ল না; তবে একি বুদ্ধি কল্লুম। আমি সর্ব্বনাশী আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মাল্লুম। আহা! নির্দ্দোষ বেগম আমা হতেই নির্ব্বাসিতা হ'ল। আমারি চক্রান্তে যে এই সর্ব্বনাশ ঘটেছে গোলেনার বুঝতে কি আর বাকি আছে। তা'র নেশা ছুটতেই আমীরকে খোঁজে, তারপর যখন এই সব ব্যাপার শুনলে—তখন তারে যে করে থামাই সে আমিই জানি। তারপর এই সিংহের ব্যাপারটা কি? রাজ্যময় টিটি পড়ে গেছে। আহা, তাতেও কি অব্যাহতি পেলে? দুজনেই চির নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হ'ল। কোথায় কোন পথে গেল, তাওত কেউ ব'লতে পাচ্ছে না! এইবার যদি আমীরকে পাই, তার পায়ে ধ'রে প্রাণভরে কাঁদি। প্রাণ ঢেলে দিয়ে বোঝাব যে, সে আমার। কোন পথে গেল? এ পথ ছাড়া ত আর পথ নাই। ঐ যে কে একজন আসছে না? স্ত্রীলোক কি পুরুষ স্থির ক'রতে পাচ্ছিনা। বেগম গুলজার না? বোধ হয়। বোধ হয় কেন? নিশ্চয়

তাই। এখন কি করি? দেখা দেব? যদি ধরে ফেলে? একবার মাত্র দেখেছে, তাও অন্য বেশে। আজ যে বেশে যে ভাবে আছি সাধ্য কি আমায় ধরে; ওকে দিয়ে কি আমীরের সন্ধান পাব না? আড়াল থেকে প্রথমে ত ভাবটা বুঝি।

(প্রস্থান ও গুলজারের প্রবেশ)

গুলজার। হায়, শেষে এই অদৃষ্টে ছিল; ঘোরতর কলঙ্ক বুকে করে নবাব সমসুদ্দীনের বেগম আজ পথের কাঙ্গালিনী। জগদীশ্বর! কি পাপে আমার এই শাস্তি? আমি ত কিছু জানিনা। আমীরকে সন্তানের অধিক স্নেহ করি, তবে কে দুষমণ এই দারুণ কলঙ্ক রটনা কল্লে? নবাব ত কখন আমার উপর নির্দ্দয় ছিলেন না। তাঁর ভালবাসার অন্ত ছিল না, তবে হঠাৎ কেন এমন ক্রোধে উন্মত্ত হলেন? সেই আমিনী বাঁদী ছাড়া আর ত কেউ জানত না যে, ছদ্মবেশে আমি গোলেনার বাড়ী যাব। তবে নবাব কেমন করে জান্‌লেন? গোলেনার বাড়ীতেই বা কে তাঁকে নিয়ে গেল? কার চক্রান্তে আমার এই সর্ব্বনাশ ঘট্‌ল? তবে কি সেই আমিনী বাঁদীর কাজ? সে কি কোন রকম নবাবকে ছলনায় ভুলিয়ে আমাকে ছার খারে দিলে। উঃ কি করব? কোথায় যাব—কে আমায় আশ্রয় দেবে? এখনও সময় আছে, এখনও প্রভাত হয়নি, তবে এই বেলা আত্মবিসর্জ্জন করি—আর এ ঘৃণিত জীবনে প্রয়োজন কি? না মরা হবে না নিষ্কলঙ্ক, নবাবকে তা হ'লে বোঝান হবে না। তবে কি করি?

(আমিনীর পুনঃ প্রবেশ)

আমিনী। (স্বগত) বুঝ্‌তে পেরেছি—সাধ্বী সতী কলঙ্কের দায়ে নদী গর্ভে আত্ম বিসর্জ্জন কর্‌তে এসেছে। এঁকে বাঁচাতেই হ'বে, না হ'লে আমীরকে পাব না। (প্রকাশ্যে) কে তুমি এত প্রভাতে নদীতীরে অশ্রুপাত কচ্ছ? হাঁগা তুমি কে গা? কথা কওনা কেন? তোমার কোন ভয় নাই। আমিও স্ত্রীলোক, আমার দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

গুলজার। (নীরব)

আমিনী। কোন ভয় নেই। বুঝতে পেরেছি—প্রাণের জ্বালা অন্ধকার নদী গর্ভে জুড়ুতে এসেছ। আমাকে বল ভয় কি? তোমার দুঃখ মোচন কর্ত্তে পারি আর না পারি, আমার দ্বারা কিছু না কিছু উপকার পেতে পার।

গুলজার। তোমায় বল্লে সত্য কিছু উপকার হ'তে পারে?

আমিনী। তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কি হয়েছে বল, নারীর ব্যথা নারীই জানে।

গুলজার। তোমার মধুমাখা কথা শুনে—আমার আবার বাঁচতে সাধ হচ্ছে। যে হও তুমি, যদি আমার ব্যথা কিছু মাত্র বুঝতে পেরে থাক, তবে এ অভাগিনীকে রক্ষা কর, আমাকে আশ্রয় দাও।

আমিনী। বুঝতে পেরেছি, বড় দাগা পেয়েই তুমি গৃহত্যাগ করেছ। আমাকে পরিচয় দাও তোমার কোন ভয় নাই।

গুলজার। আমি নবাব সমসুদ্দীনের বেগম, গুলজার। আমার নামে অতি ঘোর অপবাদ দিয়ে নবাব আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, আর এ প্রাণ রেখে ফল কি ?

আমিনী। এঁ্যা ! তুমিই বেগম গুলজার ? শুনেছি বটে— শুনেছি বটে। আমি কেন, রাজ্যশুদ্ধ একথা সকলেই শুনেছে ; আহা ! সাধ্বী পতিপ্রাণা তুমি, কি মহত্বই কাল দেখিয়েছ। নবাবের পালিত সন্তান কি তোমার সন্তান নয় ? নবাবের একি দুর্ব্বুদ্ধি ঘটল, তার সঙ্গে তোমার অপবাদ রটালে ; তুমিও কিন্তু তেমনি সতীত্ব দেখিয়েছ। তোমাদের দুজনকেই সিংহের মুখে ফেলে দিলে সিংহ কিনা মুখ ফিরিয়ে রইল ! সে পোষা সিংহ, তোমার থাবা থাবা নিমক খেয়েছে, তার থাবা ত গুটিয়ে যাবেই ; কিন্তু বেগম, একদিন না একদিন নবাবের চক্ষু খুলবেই খুলবে। তার-পর এখন আমীর কোন পথে গেল ?

গুলজার। তা কেমন করে জানবো ? সে দেশত্যাগী হ'য়ে কোথায় চলে গেল।

আমিনী। আহা বহিন ! আমিও বড় দুঃখিনী। আমিও মনিবের কোপে পড়ে গৃহত্যাগিনী হয়েছি।

গুলজার। তুমি কে ?

আমিনী। আমি একজন হতভাগিনী বাঁদী। বাপ মা কেউ নাই। এক বড় মানুষের মেয়ের বাঁদী গিরি কত্তুম ; বিনা দোষে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই সমস্ত রাত্রি, নদী তীরে কেঁদে বেড়াচ্ছি। কোথায় যাব তার স্থান নাই। তুমি কোথায় যাবে ঠিক করেছ ?

গুলজার। আমার বাপ মা কোথায়, তা আমি জানি না। ছেলেবেলায় আমাকে নবাবের কাছে বিক্রয় করে যায়। নবাবের স্নেহ-চক্ষে পড়ে আমি বেগমের পদ পেয়েছিলুম। খুবই ভাল বাস্‌তেন; কিসে কি হ'ল কিছুই জানি না?

আমিনী। তোমার কেউ কি আপনার লোক নাই?

গুলজার। শুনেছি বোগ্‌দাদে আমার একজন দূর-সম্পর্কীয় মামাত ভাই আছেন, তার নাম ইব্রাহিম। শুন্‌লেম শীঘ্র তার বিবাহ হবে। আমাকে যদি সেখানে নিয়ে যেতে পার, তবে দুজনেই আশ্রয় পাব।

আমিনী। খোদা! তুমি না মিলিয়ে দিলে সাধ্য কি মানুষ আপনার ইচ্ছা মত পথে চলে? যাতে ইব্রাহিমের সঙ্গে গোলেনার সাদী হয়, তাই এখন আমার প্রধান কর্ম্ম; তারপর যেমন করে পারি আমীরকে খুঁজে নেব। একে নির্ভর করেই এখন ইব্রাহিমের আশ্রয় নিইগে। (প্রকাশ্যে) তা বেশ ত, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। আমি বোগ্‌দাদের রাস্তা চিনি, ইব্রাহিমের বাড়ী খুঁজে নিতে কতক্ষণ? চল, দুই বোনে এক প্রাণ হ'য়ে সেখানে বাস করিগে।

গুলজার। আহা! ভগবান আমাকে রক্ষা করবার জন্যই তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভগ্নি! তোমার গুণ জীবনেও ভুল্‌ব না।

আমিনী। চল, আর দেরী করা ভাল নয়, ক্রমে প্রভাত হ'য়ে আস্‌ছে।

(উভয়ের প্রস্থান ;

(আমীরুদ্দীনের প্রবেশ)

আমীরুদ্দীন। এই ত রজনী অবসান প্রায়, রক্তিম ছটা ক্রমেই ত দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করবে। জন স্রোত এখনি ত পথ ঘাট পরিপূর্ণ কর্‌বে। কত পরিচিতের সঙ্গে এখনি ত সাক্ষাৎ হ'বে। ইতর ভদ্র সর্ব্ব সাধারণে এখনি ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বল্‌বে, ঐ নরাধম, ঐ মুসলমান কুল-কলঙ্ক, ঐ প্রভুদ্রোহী—ঐ পিতৃদ্রোহী পশু আমীরুদ্দীন, মাতৃ-স্বরূপিনী বেগমের প্রতি, আ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! একথা উচ্চারণ ক'ত্তেও আমার রসনা যেন শতধারে বিদীর্ণ হ'ল। ওঃ একি দৈব দুর্ব্বিপাক! এক কথায় আমার সর্ব্বস্ব ছারখার হ'য়ে গেল! ঘোরতর কলঙ্ক বহন করে দুনিয়ার ঘৃণ্য হয়ে—ঐশ্বর্য্যের তুঙ্গ-শৃঙ্গ হ'তে দারিদ্র্যের গভীর সাগরে নিক্ষিপ্ত হ'লেম। কিন্তু গোলেনা, তোমাকে কেমন করে ভুলব? কোথায় যাই—কোথায় আশ্রয় পাই? অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হ'য়ে এ মহামূল্য প্রাণ কোথায় গেলে রক্ষা হ'বে? আহা পতির কোপানলে পড়ে সতীর না জানি কি দুর্দ্দশাই হ'য়েছে। জানি না, কোথায় পাগলিনী বেশে মা আমার হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছেন।

(পরিভ্রমণ ও অন্য মনে বকিতে বকিতে কাশেমের প্রবেশ)

কাশেম। দামাদ হ'বে—দামাদ হবে। ছাই হবে—পাঁশ হ'বে ঐ বেল্লিকটাকে জামাই কর্‌বে বলে বুড়ো ব্যাটা ক্ষেপে

উঠেছে গা ? সাদীর এখনো চার দিন আছে, আর তর্ নাই ? কাল রাত্রে বুড়ো আমাকে ফের সেখানে পাঠিয়ে ছিল। সুছাঁদ সুডৌল শালার আক্কেলটা দেখ না। গায়ে সরাব ঢেলে দিলে ; উঃ ! গন্ধ দেখ, আর এই রং বেরংঙা রংয়ে নাইয়ে দিলে। শালা বদমাস উল্লুক বাঁদর।

(অজ্ঞাতসারে আমীরের অঙ্গে পতিত হওন)

আমীরুদ্দীন। আঃ কোন্ হায়রে ?

কাশেম। এই পাজি ! ফিন্ তোম্ হিঁয়া আয়া ? চল শালা, তেরা শ্বশুরকা পাশ। সাদী করণে আয়া ! তোমকো জাহান্নমমে শির্ পাকাড়কে ফেক্ দেগা।

আমীরুদ্দীন। একি ! মশাই কা'কে কি ব'লছেন ?

কাশেম। কেয়া ভেড়ুয়া—রেণ্ডীকা গোলাম ! গোলেনাকে বিয়ে ক'র্বে ? মর্বার জায়গা পাওনি শালা ?

আমীরুদ্দীন। এ কে, পাগল না কি ? এ কোন্ গোলেনার কথা ব'লছে ?

কাশেম। রেণ্ডীবাজ চোট্টা ! শালার ঘাড়ের উপর পড়ে গিয়ে আমার কোমরটা ভেঙ্গে গেল। হারামজাদ !

আমীরুদ্দীন। মশাই ! অকারণে গাল দিচ্ছেন কেন ? আপনি স্থির হ'ন, আপনার ভুল হ'য়েছে।

কাশেম। এ্যাঁ ভুল ? ভুল তাই বটে ; হা সাবাস ! ওহো, আমার তাই তত লাগেনি বটে ! শালা ইব্রাহিম হ'লে আমার ঘাড়টা ভেঙ্গে যেত। মশাই ! কিছু মনে ক'রবেন না।

দেখি, বড় ঠাওর হচ্ছে না। অমন উস্কো খুস্কো কেন? তাজটা বেঁকে পড়েছে—পোষাকটা ঝল্ ঝল্ কচ্ছে, যেন নেশাখোরের মতন। রাত্তিরে খুব সরাব টেনেছিলে দেখ্ছি। পরদেশী না? আমিও পরদেশী,—আর কি?

আমীরুদ্দীন। মহাশয়ের নিবাস কোথায়?

কাশেম। বাপু আমার "নি" টা অনেক দূর, তবে বাসটা ঐ ডামাস্কের একটু পল্লীর ভিতর। গাঁওয়ালি বল্তেও পার, সহুরে ব'ল্তেও পার।

আমীরুদ্দীন। যার উপর রাগ কচ্ছেন, সেই ইব্রাহিম কে?

কাশেম। সে শালার ঘরের শালার কথা আর কওনা বাপু। সে এক ব্যাটা সবলুট বদমাস। বাপের কিছু বিষয় পেয়েছে বলে, আমার মনিব হায়দার আলি। আহা, মশাই! বলব কি সাক্ষাৎ পরী! পরী! গোলেনা নামে একটী মাত্র খাপসুরৎ মেয়ে সেই বাঁদরটার হাতে বিসর্জ্জন দিচ্ছে। আজ তে—সোমবার, সামনে শনিচারে সেই উল্লুকটার সঙ্গে সাদী হবে। বুড়ো একবার করে তার মাতলাম দেখে আসে, তবু কুলগৌরবের ধাঁধাঁয় বুঝতে পারে না। কাল ফের আমাকে পাঠিয়ে ছিল, দেখ না কি হাল করে ছেড়েছে।

আমীরুদ্দীন। এই ত আমার সেই গোলেনা। সেই আমিনীর মুখে গোলেনার এই রকম পরিচয় পেয়ে ছিলুম। তার বিবাহের কথাও যেন একবার কাণে এসে পৌঁছেছিল। তবে ত এর সঙ্গ ছাড়া আর উচিত নয়। বুঝি আবার গোলেনাকে পাব। মশাই কি এখন গৃহে মুখে চলেছেন।

কাশেম। তা নইলে আর কোন চুলোয় যাব বাপু? মোকামে যাই—গিয়ে বুড়োকে একবার দেখাইগে; এই সরাবের গন্ধটা তার নাকে চেপ্‌টে ধরি, আর এই রং চংয়ে মের-জাইটা তার মাথায় পাগড়ী বানিয়ে দিই।

আমীরুদ্দীন। মশায়ের সহিত আলাপ করে বড় অনুগৃহীত হলেম। আপনার কৃপাশ্রয় প্রার্থনা করি।

কাশেম। কৃপাশ্রয়?. কৃপাশ্রয়? কৃপা আবার আশ্রয় এই দুটোই চাই এ্যাঁ?

আমীরুদ্দীন। অতিথির প্রতি বিমুখ হবেন না। আমার পরম সৌভাগ্য আপনার দর্শন পেয়েছি।

কাশেম। বটে? আমারও সৌভাগ্য। আপনি অতিথি? আসুন যত্নে আপনার সেবা করিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

(হায়দার আলির বাটীর কক্ষ)

গোলেনা ও জুলেখাঁ ।

(জুলেখাঁর গীত)

কালাংড়া—আড়-খেমটা ।

আমার চাপ্‌তে গিয়ে মনের জ্বালা গুম্‌রে কাঁদে প্রাণ,
যেন পাঁজার আগুণ জ্বল্‌ছে বুকে হাইফাই আন্ চান্ ।
তাইরে নাইরে নাইরে না,
তেল মেখে কেন নাইলে না,
মুখ দেখে প্রাণ চিন্‌লেনা,
ব'সবো যখন, বুঝ্‌ব তখন, কেমন সখের জান্,
সেই মানী যে রাখ্‌তে পারে মানীর আদর মান ।

গোলেনা । যা, আমাকে মিছে জ্বালাতন ক'রিস্‌নি ; সরে যা ।

জুলেখাঁ । বলি, এখন আর মুখ ভার ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে কেন ? যাতে উপায় হয়, তা কর ।

গোলেনা । উপায়, আমার মাথা আর মুণ্ডু । এ্যাঁ, কি হ'বে ? এখনও ত আমীরের উদ্দেশ পেলুম না । আজ রাত পোহালেই—কাল আমার সর্ব্বনাশের দিন ! সেই চক্ষু-

শূল আমাকে সাদী ক'ত্তে আসবে। এখন উপায় কি ক'রি ?

জুলেখাঁ। গোলেনা বিবি! এখনও ঢের সময় আছে। খবর পাওয়া গেছে, আমীর ছদ্মবেশে এই রাজ্যেই লুকিয়ে আছে। সেও কি, সুখে দিন কাটাচ্ছে মনে কর ? তারও প্রাণ এমনি জ্বল্‌ছে। কাল যে তোমার বিয়ে এ খবরও সে নিশ্চয় পেয়েছে। দেখো, ঠিক্ সময়েই সে আস্‌বে ?

গোলেনা। আর আস্‌বে! সেই হারামজাদী যদি এ কাণ্ড না ক'রত, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি ? কি ক'রে জান্‌ব বল, তার পেটে এত বজ্জাতী—কে জান্‌ত, সে এমন হারামের ছুরী। এই সাঙ্ঘাতিক চক্রান্ত ক'রে—আমার আমীরকে বিসর্জ্জন দিলে, নির্দ্দোষী বেগমকে কলঙ্ক-সাগরে ভাসিয়ে দিলে। আর কি ক'রেছে—না না ক'রেছে, তাই বা কেমন ক'রে জান্‌ব ? হয় ত আমার আমীরকে নিয়ে কোন দেশে চলে গেছে।

(জুলেখাঁর প্রস্থান ; হায়দার আলির প্রবেশ ও পশ্চাতে হরবেশী বালকগণ)

হায়দার। গোলেনা! হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ - দেখেছ ? কেমন সব খাসা চিজ, ইব্রাহিম বাবাজী তোমার জন্য ইনাম পাঠিয়েছে। জবর সওগাদ ; তোফা—তোফা।

গোলেনা। আঃ! ভাল আপদ। একদল ভূত নিয়ে এসে দাঁড় করালে। এরা আমার কি ক'র্‌বে ?

হায়দার। তোমাকে খুসী রাখবে। তোমার সাদী হবে কিনা, তাই এরা আমোদ ক'রে নেচে গেয়ে বেড়াবে। বোঝ্ বেটী, বোঝ্; তোর উপর ইব্রাহিমের কতখানি দরদ, তা একবার আক্কেল দিয়ে বোঝ্। আর ইব্রাহিমও খুব বড়মানুষ কিনা, তার বাহানাও খুব বড়মান্ষী রকমের। সেও বিয়ে ক'ত্তে আস্‌বে হরবেশী সেজে। তার লোকজন সব হরবেশী সাজ্ সাজ্‌বে। চারদিকে হরবেশী—হরবেশীর মেলা বসে যাবে। কেমন সাজ্‌বে, কেমন খুল্‌বে? এঁ্যা—গোলেনা! এঁ্যা?

গোলেনা। আহা! যেমন তুমি শ্বশুর, তেমনি তোমার বাঁদর জামাইও জুটেছে। ভাল জ্বালায় পড়লুম বটে! একটু ভাবতেও দেবেনা। আচ্ছা, এদের এখন রেখে যাও, তোমার পায়ে পড়ি, বিদেয় হও।

হায়দার। হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ—বেটী রেগেই খুন। ইব্রাহিমের সঙ্গে সাদী হবে কি না। বেটী রাগ্‌বে কি কাঁদবে—হাস্‌বে কি নাচ্‌বে, ঠিক্ পাচ্ছেনা।

(হায়দার আলির প্রস্থান)

(হরবেশী বালকগণের গীত)

মিশ্র—পটতাল।

লু লু লু লু লু লু লু লু,
লৌ লৌ লৌ ফুলু ফুলু,
কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় কুড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ।

ব্যাং ব্যাং ব্যাং গ্যাঁয়র গ্যাং, কোঁকোর কোঁ ক্যাং ক্যাং
অাঁকা বাঁকা অাঁকা বাঁকা ল্যাংডা ঠ্যাং
গির্ গির্ গির্ গির্ চলে তেজী সাঁপটা,
এড়ে বেড়ে তেড়ে বেড়ে ছুম্ ছুম্ ঝাঁপটা,
ফোঁস ফোঁস ফোঁস ফোঁস হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ ফাঁকটা,
হিলি বিলি মিলি বিলি খেলু মেলু।

(সকলের প্রস্থান ; হায়দার আলি ও
কাশেমের প্রবেশ)

হায়দার। কাশেম! এই হরবেশী লেড়কাদের তোমার বাড়ীতে বাসা দাওগে। এরা যে নোংরা, আমার বাড়ী খারাপ করে দেবে। তুমি খাওয়াবে শোয়াবে—জায়গা দেবে—হেঁপাজাত সব পোয়াবে। আমার বাড়ীতে খালি এরা আলত আলত নেচে গেয়ে বেড়াবে।

কাশেম। হুকুম, কোন শ্বশুরা নড়ন চড়ন করে।

হায়দার। হাঁ, হাঁ—বাৎ ঠিক রাখিও। কাল খুব সবেরে উঠে ইব্রাহিমকে আন্‌তে যাবে। বেশী লোক জন যেন না আনে, আমার বাড়ী ময়লা হ'বে। আমি বড় সাফা আদমী—সাফা কাম চাই। বাচ্ছা বলে পাঠিয়েছে, হরবেশী সেজে আসবে। হাঃ হাঃ হাঃ! জামাই বাবাজীর বাহানাটা দেখেছ? বরাতীরাও বরের সঙ্গে হরবেশী সেজে এসে আমোদ ক'র্‌বে। তা করুক, এতে আর বাধা দেবনা। তুমি কিন্তু যত সবেরে পার, উঠে গিয়ে বর

আন্‌বে। আমি যাই, বরের সভা সাজান দেখিগে। খুব হুঁসিয়ার হয়ে কাম কর।

(প্রস্থান)

কাশেম। এ বুড়ো বেটা নেহাৎ ক্ষেপেছে। মরুকগে যা ইচ্ছে তাই করুক, আমার কি বল? আমরা হুকুমের চাকর হুকুম তামিল কত্তেই হবে। হুকুম হল, এই মামদো-গুলকে আমার বাড়ীতে বাসা দিতে হবে, ভারি রস্‌। তাঁর মেয়ের বিয়ে, বাড়ী নোংরা হবে। অমন লোক না হ'লে এমন জামাই হবে কেন? আহা, সে অতিথটী ক'দিন আমার বাড়ীতে আছে, বড় ভদ্র লোক। এই রকম উঁচু দরের লোকের সঙ্গে গোলেনার সাদী হ'ত ত ঠিক হ'ত। লোকটা বড় ঘরওয়ানা হ'বে। সে খালি এই বিয়ের রগড়টা দেখবে ব'লে আছে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।
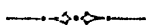
(কাশেমের বাটীর সম্মুখস্থ পথ)

আমীরুদ্দীন ও হরবেশী বালকবেশী গুলজার।

আমীরুদ্দীন। একি শুনছি! কার কণ্ঠস্বর আমার কর্ণ কুহরে অমিয় ধারা বর্ষণ কচ্ছে? ছদ্মবেশে কার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি

লুক্কায়িত রয়েছে। মা! আমার ইষ্ট দেবি! ভগবানের কৃপায় কি আশ্চর্য্য উপায়ে আপনার দর্শন লাভ ঘট্‌ল। হায়—হায়! আমার জন্যই আপনার এই দুর্দ্দশা। আল্লার কশম—মা, তুমি ত জান, আমি কোন দোষে দোষী নই।

গুলজার। কি করব বাবা! অদৃষ্টে যা ছিল, তা হয়েছে। এখন যা'তে কলঙ্ক দুর হয় তাই করাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। ইব্রাহিম আমার মামাত ভাই। সে সরাব খেয়ে খেয়ে পাগলের মতন হ'য়ে গেছে। আমিনীতে আমাতে সেই খানেই আশ্রয় নিয়ে ছিলুম আমিনীর কৌশলেই আমরা এই হুরবেশী সেজে গোলেনার বাড়ী এসেছি। আমিনী জানে না যে, তুমি এখানে আছ। সে নবাবকে আনতে গেছে। তার মৎলব নবাবকে এখানে এনে সব খুলে ব'লে আমাকে আবার গ্রহণ করাবে। তোমাকে ক্ষমা করিয়ে—নবাব আমিনীর সঙ্গে তোমার সাদী দেবে, এই হ'চ্ছে তার আসল মৎলব। এই জন্যই সে নবাবকে আনতে গেছে। কিন্তু আমার কথা শোন আমীর। আমি পতিব্রতা; পতি বই আমি আর পৃথিবীর কিছু জানি না, গোলেনাকে নিশ্চয় তোমার বামে বসাব—অথচ আমিনী কিছুই জানতে পার্‌বে না। এক কাজ কর, তুমিও হুরবেশীর বেশ পরে আমাদের দলে মিশিয়ে থাক। ইব্রাহিম যেমন আস্‌বে, তাকে খুব মদ খাইয়ে অজ্ঞান করে রাখ্‌ব। ঠিক বিবাহের সময় হুরবেশী বেশে তোমাকেই গোলেনার বাসর ঘরে নিয়ে যা'ব। কেমন? এ পরামর্শ মন্দ?

আমীরুদ্দীন। দেবি! যথার্থই আপনি স্বর্গের দেবী। আর অধিক কি ব'লুব আপনি আমার মাতৃ-স্বরূপিনী; সন্তানের কাজ ক'রবেন, সন্তান কি মাতৃ-ঋণ শোধ ক'রতে পারে?

গুলজার। ঐ যে বাজনা বেজে উঠেছে, বর আসছে। চল, তোমাকে হুরবেশীর বেশ পরাইগে। ঐ বরের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী ঢুকতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান; ময়ূরপঙ্খীতে উপবিষ্ট হুরবেশী বেশী ইব্রাহিমকে লইয়া হুরবেশী বেশী রমণী-গণ ময়ূরপঙ্খী টানিয়া লইয়া ও হুরবেশী বেশী বরযাত্রীগণের প্রবেশ)

গীত।

খাম্বাজ মিশ্র—খেমটা।

ক্যা মজিদার রং রেশেলা হো হো হো হো।
বংশী বাজাও ভেইয়া ভোঁ ভোঁ পোঁ পোঁ॥
গম্ গড় গড় ক্যায়সা রগড় হাম গুড়্ গুড় ঝাঁই;
সাদীকা পালং শিরে ময়ূরপঙ্খী বাই।
ওস্‌কাপর ইব্রাহিম ক্যায়া বর সাফাই—
পিয়ার ইয়ার বাহারংকা রোশনাই।
বাঁয়েরাক্কো বাঁয়েরাক্কো হুঁশিয়ার হো হো,
বংশী বাজাও ভেইয়া ভোঁ ভোঁ পোঁ পোঁ॥

(হায়দার আলি ও কাশেমের প্রবেশ)

হায়দার। এস এস—চাঁদ, এস—ধন এস—মণি এস। এ্যাঁ কাশেম! বাবাজী কেমন ধুম ধামে এসেছে দেখেছ? বাঃ বাঃ আচ্ছা, বড় লোকের আচ্ছাই মর্জ্জী। কাশেম! এরা বেজায় আমোদ কচ্ছে আমার দাঁড়ান উচিত নয়। তুমি নিয়ে এস।

ইব্রাহিম! এই শালা ইয়ার লোক! মালুম হুয়া নেই? শ্বশুর আয়া খাতির কর—পিয়ার কর।

ইয়ারগণ। এই এই—শ্বশুর আয়া—শ্বশুর আয়া: খাতির কর—পিয়ার কর।

কাশেম। শ্বশুর মশাই—শ্বশুর মশাই! একটা কুর্ণিশ করুন, জামাই খাতির ক'চ্ছেন।

(হায়দার আলি ও কাশেমের প্রস্থান)

ইব্রাহিম। এই চালাও—চালাও, জোর্‌সে চালাও।

(সকলের প্রস্থান ; সমসুদ্দীন ও আমিনীর প্রবেশ)

সমসুদ্দীন। আমিনি! সব বুঝেছি, আর তোমাকে বেশী করে বোঝাতে হ'বে না। তুমি অম্লান বদনে আপনার দোষ স্বীকার করেছ, অকপটে সমস্ত কথা খুলে বলেছ, বিশেষতঃ গুলজারকে পা'বার ভরসা দিয়েছ, তাই তোমাকে ক্ষমা করলুম। ছি ছি স্ত্রীবুদ্ধিতে কি ক'রেছ ভাব দেখি। আমার উত্তরাধিকারী প্রাণের সন্তান আমীরকে ভয়ঙ্কর অপবাদ দিয়ে নির্ব্বাসিত করেছি! সাধ্বী-সতী প্রণয়িণীকে

বিসর্জ্জন দিয়েছি ! তোমাকে যে কি দণ্ড দিলে আমার মনের ক্ষোভ যায়, তা কথায় বলতে পারি না।

আমিনী ! জাঁহাপনা ! আর এ বাঁদীকে কাঁদাবেন না। আমি রীতিমত শিক্ষা পেয়েছি। আপনার পায়ে ধরি, আমাকে প্রাণ থেকে ক্ষমা করুন। আমি নিজের বুদ্ধির দোষে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মেরেছি। আপনার বেগম পরম সতী, আমীর সম্পূর্ণ নির্দোষ ; আমীরকে পা'ব ব'লেই এই চাতুরী ক'রেছিলুম। গুলজারকে যদি আপনার বামে বসা'তে না পারি, আমার শির নেবেন। কিন্তু এই অধম খাদিমার এই আরজী ধর্ম্মাবতার ! আপনি আমীরের জন্য ইস্তাহার জারি করুন ; আপনি তাকে মাফ্ করেছেন শুন্‌লে, সে যেখানেই থাকুক না, আসবেই আসবে। আমাকে তাঁর চরণে ফেলে দেবেন।

সমসুদ্দীন। আচ্ছা, তাই হ'বে। চল হায়দার আলির বাড়ী যাই। আমি দাঁড়িয়ে থেকে গোলেনার সাদী দেব। এখন বল, গুলজার কোথা ?

আমিনী। প্রভো ! আমার কথা বিশ্বাস করুন। আমি নিশ্চয় জানি, তিনি এই সহরেই অতি গুপ্তে অতি মান্যের সহিত আছেন। আমি ঠিক সময়ে আপনার কাছে পৌঁছে দিব। এখন আসুন, বর এসেছে, আপনিও সেই স্থানে দাঁড়া'বেন চলুন।

সমসুদ্দীন। আচ্ছা চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর)

আমিরণ ও বৃদ্ধা।

বৃদ্ধা। হা আল্লা ! একি হল ? আমার সোণার লেড়কী ভূতের সঙ্গে ঘর ক'রবে ? হাঁউ মাঁউ খাঁউ—ওগো মাগো ! ওকি চেহারা গো ?

আমিরণ। আরে চুপ কর মাগি ! হাঁউ মাঁউ ক'রিসনি ; ওদের কি অমনি চেহারা ; ওরা সেজেছে। ইব্রাহিম খাসা ছেলে কর্ত্তার ভারি পছন্দ। বড় মানুষ লোক—সখ করে হরবেশী সেজে এসেছে।

বৃদ্ধা। হাঁ, সেজেছে বইকি ? চাঁদ পানা মেয়েটাকে তোমরা মা বাপ হয়ে ভূতের হাতে সঁপে দিচ্ছ। কে জানে বাপু কেমন জান ? আমি গোলেনাকে নিয়ে পালিয়ে যাই ; আচ্ছা জামাই বেছে রেখেছি, তার চেহারা দেখলে তুমিত শ্বাশুড়ী তোমার মুণ্ডু ঘুরে যাবে।

(বেগে জুলেখাঁর প্রবেশ)

জুলেখাঁ। ওগো মাগো !—তোমার জামাই বুঝি আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্লে গো ! কি হবে গো ! এযে অন্দরে সেঁধুলো।

(টলিতে টলিতে ইব্রাহিমের প্রবেশ ; পশ্চাতে হরবেশী বালকবেশী গুলজার)

ইব্রাহিম। এই ছোক্‌ড়ি! এই রেণ্ডি! খাড়া রহো! ম্যয় তেরা মু'মে একঠো আস্‌নাইকা ছাপ্‌ দেগা। এই বাইজি!

(ধরিতে উদ্যত)

জুলেখাঁ। ওমা!—এই দেখনা, তোমার জামাই কি ব'ল্‌ছে।

আমিরণ। ছি বাবা! ঠাণ্ডা হও। তুমি বর, এই রকমটা কি ভাল হয়? ছি ছি! এই হরবেশী সাজ ছেড়ে ফেল। একি তোমার বাহানা বাছা? চল, বাসর ঘরে চল। গোলেনা কত কাঁদ্‌ছে-কাটছে!

ইব্রাহিম। এঁ্যা!—গোলেনা রোতি হায়? জান্‌ জলে গেল, ছাতি ফেটে গেল। এই ছোক্‌রা! সরাব দেও—সরাব পিলাও।

(গুলজারের মদ্য প্রদান)

দেখি, দেখি—তোম্‌ শাশুড়ী? আরে বাহবা কি বাহবা! ক্যায়সা খাপসুরৎ! আও আও, সরাব পিলেও।

বৃদ্ধা। ওমা, এ কি করে গো? ও পোড়ার মুখো, এযে তোর শাশুড়ী, একটু জ্ঞান-গোচর নেই? ভূত কিনা।

ইব্রাহিম। চোপ্‌ রও—তোম্‌ বুঢ্‌টি! ক্যা? হাম্‌কো এ্যায়সা বুরা বাৎ। ক্যা মজিদার চিজ্‌! তোম্‌

শ্বাশুড়ী,—গোলেনার মা ? এই নওকর ! পিয়ালাঠো শ্বাশুড়ীকা বখশিশ কর্ ।

(আমিরণকে মদ্য প্রদানে উদ্যত)

আমিরণ। আরে, এ কোথাকার মাতাল ! হায় হায় ! গোলেনার কপালে এই ছিল ।

ইব্রাহিম। ওহো—হোঃ, গোলেনা—গোলেনা !

গীত।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—পোস্তা।

গোলেনা হামার আহা হাম্ গোলেনার,
ক্যা ফুর্তি ক্যা ফুর্তি হাম্ গোলেনার।
আও আও শ্বাশুড়ী,
ধরি তেরা পাছুড়ী,
সরাব পিলেও মেরি দিল্‌কা বাহার,
ক্যা ফুর্তি ক্যা ফুর্তি হাম্ গোলেনার।

(পতন)

আমিরণ। মুখে আগুণ অমন জামায়ের ! এই বাঁদরের সঙ্গে গোলেনার বিয়ে দেব ? চ'ত, চ'ত—কর্ত্তাকে ডেকে একবার দেখাই। থেংরা মেরে বর বিদেয় ক'রে দে।

বৃদ্ধা। এই মুড়ো খ্যাংরা আন্‌ছি।

(আমিরণ ও বৃদ্ধার প্রস্থান)

গুলজার। এই ত অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে। এইবার আমার কাজ করি।

(শোহিনী ও দরবারীর প্রবেশ)

এই যে, তোমরা এসেছ। যা যা ব'লে দিয়েছি, সব মনে আছে ত ?

দরবারী। যা ব'লে দিয়েছেন, সব ইয়াদ আছে।

গুলজার। তবে খুব শীঘ্র দু'জন খোজাকে ব'লে দাও, এই মাতালকে সেই অন্ধকার ঘরে পুরে যেন চাবি দিয়ে রাখে। এদিককার কাজ মিটে যাক্, তারপর খুলে দিও।

শোহিনী। যে আজ্ঞে।

গুলজার। আমীরকে পাঠিয়ে দাও।

উভয়ে। যে আজ্ঞে।

(উভয়ের প্রস্থান ও আমীরের প্রবেশ)

গুলজার। এই যে, আমীর এসেছ।

(দুইজন খোজার প্রবেশ ও ইব্রাহিমকে লইয়া প্রস্থান)

বস্! এইবার তুমি ইব্রাহিমের মতন মুখখানা ওপাশ ক'রে শুয়ে থাক। শোও—শোও, ঐ বুড় তোমাকে নিতে আস্‌ছে।

(আমীরের শয়ন ; হায়দার, আমিরণ ও বৃদ্ধার প্রবেশ)

আমিরণ। এঁ্যা—বুড় মড়া ! একটু আক্কেল নেই ? আমার সোণার মেয়েকে এই বদমাসের হাতে স'পে দিচ্ছ ?

আমি থাকৃতে, কিছুতেই হবেনা ; দেখি, কেমন ক'রে মেয়ের বিয়ে দাও।

হায়দার। চুপ কর্—চুপ কর্, ওকথা ব'ল্‌তে নেই ; বাবাজী শুনে ফেল্লে আর রক্ষে রাখবেনা। একটু জোরে জোরে আমোদ ক'রেছে, ছেলে মানুষ হাঁপিয়ে পড়েছে— তাই জিরুচ্ছে।

নেপথ্যে সমসুদ্দীন। হায়দার আলি মশাই! বাড়ীর ভিতর আছেন কি ? বর পাঠিয়ে দিন, বৃথা বিলম্বের আবশ্যক নাই।

হায়দার। ঐ দেখ, নবাব তাড়া দিচ্ছে। যাও যাও, বাড়ীর ভিতর যাও। আঃ! আবার কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, তুমি মজালে দেখছি।

আমিরণ। যা ইচ্ছে—তাই কর ; আমি বাড়ী থেকে চলে যাই।

(আমিরণ ও বৃদ্ধার প্রস্থান)

হায়দার। ইব্রাহিম ! ও বাবা ইব্রাহিম ! উঠ, সাদীর ওয়াক্ত হ'য়েছে। আহা ! ছেলে মানুষ, নেতিয়ে পড়েছে।

আমীর। ওঃ হোঁ বো।

হায়দার। ওঠ বাবা—ওঠ, গোলেনা বড় কাঁদছে।

আমীর। কাঁহা গোলেনা হায়—লে চলো।

(গাত্রোত্থান)

হায়দার। ধূলো গুলো ঝেড়ে ফেল বাবা। একটু পরিষ্কার ঝরিষ্কার হয়ে যাও।

আমীর। নেই, হাম এসাই যাগা। রি—রি—রি--রি—

(প্রস্থান ; পশ্চাৎ গুলজারের প্রস্থান ;
বেগে আমিনীর প্রবেশ)

আমিনী। এঁ্যা ! একি সর্ব্বনাশ ! গুলজারের মনে এই ছিল। আমার চখের সামনে থেকে, আমারি চ'খে ধাঁধাঁ দিলে ? আমীর এতদিন কাশেমের বাড়ী ছিল, এ আমি কিছু বুঝ্‌তে পারিনি। ওকে—টল্‌তে টল্‌তে গেল ? ওত ইব্রাহিম নয়। হাজার হরবেশী বেশে থাকুক, আমীর কি আমাকে ভোলাতে পারে ? কি হ'বে ? ও যে গোলেনার বাসরে গেল এঁ্যা ! সত্যই কি একেবারে আমার কপাল ভাংল। ঘুরে ফিরে আমীর গোলেনারই হল। তবে ইব্রাহিম কোথা ? এ কিরকম লুকোচুরি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছিনি। এখনও সময় আছে ইব্রাহিমকে খুঁজে বার করি।

(প্রস্থান ; গুলজারের পুনঃ প্রবেশ)

গুলজার। আমিনি ! বড় কৌশল করেছিলি না ? সয়তানি ! এত নিমক হারামী তোর ? কেমন আপনার ফেরেবিতে আপনিই জড়িয়ে পড়লি। এইবার কি হয় ? ইব্রাহিমকে কোথায় খুঁজে পাবি ? সে এই আমার চাবির ভিতর। এখন আমি কেমন করে বাসরে যাই—সেখানে নবাব রয়েছেন।

(আমিনীর পুনঃ প্রবেশ)

আমিনী। থাকলেই বা নবাব, আমি তোমাকে নিয়ে যা'ব।

গুলজার বেগম ! আমি এতক্ষণে সব বুঝেছি, মানুষ গড়ে,—খোদা ভাঙ্গে। আমীরকে পাব ব'লে এত কাণ্ড করলুম, অসাধ্য সাধন কল্লুম, দেখ তবু আমীর আমার হ'লনা ; এক কথায় সব উড়ে গেল। বিচার ঠিক হয়েছে। বেগম সাহেব ! আমায় ক্ষমা কর। পাপ স্বার্থ পোরাবার জন্য তোমার পবিত্র বুকে ছুরি মেরেছি—গোলেনাকে চখের জলে ভাসিয়েছি—আমীরকে মহা অপবাদ দিয়ে দেশত্যাগী করেছি। ঈশ্বরের ন্যায় বিচারে সব ফিরে এল,—বেগম নবাবের হ'ল,—গোলেনা আমী-রকে পেলে—বিচার ঠিক হয়েছে। বেগম সাহেব ! এখন এই হরবেশীর বেশেই থাকি এস—এখন আমরা দুজনেই মুখ দেখাতে পারব না। যখন সময় হ'বে, আমাদের ছলনার মুখোস আপনিই খসে পড়বে।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(বারাণ্ডা)

শোহিনী, দরবারীর প্রবেশ।

দরবারী। আর তা জাননা বুঝি? আমিনী বাঁদী আপনার বুদ্ধিতে আপনি জড়িয়ে প'ড়েছে। কেমন, আমার কথা এখন ঠিক মিলিয়ে পেলি? তোদের জাতকে ত খুব বাড়িয়ে তুলিস--এখন কি বলে কাটাবি?

শোহিনী। হাঁ, গো হাঁ! আমাদের জাত খুব মন্দ; তোমাদের জাতের নবাবী—তা'ত নবাবকে দেখেই বোঝা গেছে। না জেনে শুনে একটা বাঁদীর কথায় বিশ্বাস করে ঘরের নারীকে বনবাস দিলে।

দরবারী। নবাবের দোষ কি? নবাব ত নবাব, নবাবের বাবা সুলতানও তোদের ছল চাতুরীতে সেঁধুতে পারে না। বেগমের ব্যভিচার শুন্‌লে,—কোন নবাব চুপ ক'রে থাকৃতে পারে? আমারাই পারি না তা নবাব।

শোহিনী। আর থামোনা ফোতো নবাব। আর দাঁত বার করে হাস্‌তে হ'বেনা, শোন, দেখ বড় মজা হয়েছে। যেমন আমিনী—আমীরকে পাবে বলে বেগমকে রাজ্য থেকে তাড়িয়েছে; তেমনি বেগম তারি ফাঁদে তাকেই জব্দ করেছে।

দরবারী। দেখ, এই হরবেশীর ব্যাপারটা বড় চমৎকার হয়েছে এটা কা'র পরামর্শে জান ?

শোহিনী। কার বল দিকিন ?

দরবারী। আমিনীত বেগমকে নিয়ে ইব্রাহিমের বাড়ীতে সেঁধুল। ইব্রাহিমটাও যেমন মাতাল, আমিনীও তেমনি ফিচেল, তার ইয়ারকির একজন ইয়ারিজানি হ'য়ে দাঁড়া'ল। কথায় কথায় বর যাত্রার কথা উঠল, আমিনীও হরবেশী সাজার ফন্ তুল্লে। তা নইলে, তারা ছদ্মবেশে কনের বাড়ীতে ঢোকে কি বলে ? এ দিকে যে বেগম আমীরকে কাশেমের বাড়ীতে দেখেছে, আমিনী তা জান'ত না। বেগম সাহেব ইব্রাহিমের বদলে, গোলে-মালে আমীরকেই বাসরে নিয়ে গেছে। এখন আমিনী বেটীত মাথা কুটে মরুক, ইব্রাহিম তালা বন্ধ থাকুক। দুয়ে দুয়ে দু'খানি হ'য়ে চার দিকে আলো করে—যুগলে যুগল বিরাজ ক'ত্তে থাকুক, জয় জয়কার হ'য়ে যাক্।

শোহিনী। একেই বলেনা ? যেমন কর্ম্ম—তেমনি ফল, মশা মার্তে গালে চড়।

দরবারী। হাঁ গো, যা বল্লে প্যারি ! পুরাতনে পুরাতনে, নূতনে নূতনে শেট মেলে বটে; কিন্তু আমাদের মতন এমন নিত্য নূতন কারো হয়না—কি বল ?

শোহিনী। যেমন তোমায় আমায় ?

গীত।

খট্‌—পোস্তা।

দরবারী। এমন প্রেম কি সবার হয়, যেমন তোমায়
আমায় মিলে গেছে,

মোহিনী। আমার মতন কে বল প্রাণ ! যেমন
তোমায় সাধি পায়ে যেচে।

দরবারী। আর বলিস্‌নিলো ! চুপ কর তা জানি, তাই
দিনে রেতে চখের জলে খাই নাকানি চোবানি।

মোহিনী। তোমার হেঁচকী উঠে গলায় গলায়
তা বটে খুব মানি,

দরবারী। তোমার প্রেমের জাবর কাটতে গেলেই
হায়রাণী পেশমানী ;

মোহিনী। তাই থাক্ তুই আমায় নিয়ে জাবর কেটে
থাক বেঁচে,

দরবারী। থাক কেউ রসিক সুজন, দেখে দুজন,
প্রেমের খেলা নাও এঁচে।

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক ।

(বাসর-ঘর)

একাসনে গোলেনা ও হুরবেশী আমীর, হুরবেশী বেশে আমিনী, গুলজার, শোহিনী ও দরবারী, বাঁদীগণ ; নবাব, হায়দার আলী, কাসেম, আমিরণ ও পুরনারীগণের প্রবেশ ।

হায়দার। বাঃ বাঃ ! কেমন মানিয়েছে। নবাব সাহেব আমি বড় ভেবেছিলেম, ইব্রাহিমের সঙ্গে গোলেনার কেমন ক'রে সাদী হ'বে। তা আপনার কথায় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে। যখন আপনি এসে দাঁড়িয়ে এই শুভ-কার্য্য সম্পন্ন করাচ্ছেন, তখন সর্ব্ববাদী সম্মতই হ'য়েছে ; কেবল এই মাগীই কেঁদে কেঁদে চ'খ পচিয়ে ফেল্লে।

আমিরণ। হুজুর ! এ আপশোষ কি যাবে ? পাঁচটা নয় সাতটা নয়, আমার এই একটা মেয়ে,—বাঁদরের গলায় প'ড়ল !

হায়দার। আরে, তোবা—তোবা ! চুপ কর্ মাগি ! জামাই শুন্‌লে এখনি শির্ নেবে।

আমিরণ। খুব ক'রব ব'লব। ন্যাকামিন্সে ! তুই তোর জামাইকে ভয় ক'র্‌গে যা। যার বাড়া নেই নবাব এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমার ভয় কিরে অজবুক্ মিন্‌সে ?

নবাব। মা ! চুপ করুন, চুপ করুন।

আমিরণ। বাবা ! আমার বুকখানা ফেটে যাচ্ছে, কেমন ক'রে চুপ ক'রে থাকি ? দেখ দেখি বাবা ! বদ্‌মাইসটা কত বড় বেয়াদব্ ! বিয়ে ক'ত্তে এসে এমন মাতলাম কেউ করেগা ? অন্দরে ঢুকে বে-আদবি ক'রে গেল ; আর দেখনা, এখনো সেই হরবেশী মামদো সেজে, গোলেনার পাশে টল্‌ছে। আমি মেয়ের মা হ'য়ে কেমন ক'রে দেখ্‌ব ?

হায়দার। তাইত, বটেই ত—তাইত বটেই ত্, গিন্নি ঠিক্ কথা বলেছে বটে। হুজুর ! আপনি যদি কৃপা করে হতভাগার হরবেশী সাজটা কেড়ে নেন। বিস্তর কুটুম্ব এসেছে, সকলে আমায় নিন্দা ক'র্‌ছে। ঐ দেখুন, মেয়েটা ভয়ে পাঁশ বর্ণ হ'য়ে গেছে।

নবাব। সত্যই ত ! এ বড় অন্যায় ! হরবেশী সেজে বিয়ে ক'ত্তে আসা—সে সখ, অত ধরিনা ; কিন্তু, এই রকম বিয়ের সময় মাতলাম কেউ করে ? এতে সকলকার মনে কষ্ট হ'বারই ত কথা। ওহে ইব্রাহিম ! এ সৌখীন পোষাকটা ছেড়ে ফেলে একটু ভদ্র লোকের মতন হ'য়ে বস দেখি।

আমীর। এই দিক্ ম্যংকর—হাম আচ্ছা হায়।

নবাব। একি ! এ যে পরিচিত স্বর, এ যে চেনা গলা। কে এ ? এত ইব্রাহিম নয় ! দাঁড়াও আর একবার শুনি। ওহে আর একবার চেহারা খানা খুলে ফেল দেখি।

আমিনী। সাধ্য কি ও আপনি নিজের হাতে ছদ্ম বেশ খোলে। নবাব ! নবাব। আপনি চেনেন ওকে ? একদিন দুঃখ

করে বলেছিলেন যে আপনার প্রাণের চেয়ে আপনার, যাকে আপনি প্রাণ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। যাকে পাবার জন্যে আমি স্ত্রীলোকের স্বভাব পরিত্যাগ করে সয়তানের খেলা খেলেছি, মনিবের নিমক হারামী করেছি আপনার সাধ্বী বেগমকে নির্ব্বাসিত করেছি। যার জন্যে ইস্তাহার জারী ক'রবেন ব'লে একদিন বড় কেঁদে অনুরোধ করেছিলেম, সেই আমীর—গোলেনার আমীর—সেই প্রেম পাগলিনী আমিনীর আমীর—ইব্রাহিমের বদলে হরবেশী সেজে বসে আছে। নবাব ! এই দেখুন ; গোলেনা ! এই দেখ।

(বল পূর্ব্বক ছদ্মবেশ উন্মোচিত করণ,
আমীর স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশ)

সকলে। একি - একি— নবাব পুত্র যে ?

হায়দার। এক্যা ! এঁ্যা ! এ ইব্রাহিম নয় ! নবাব পুত্র আমীরুদ্দীন আমার জামাতা ! একি খোয়াব দেখ্‌ছি না কি ?

গোলেনা। আমীর ! আমীর ! তুমি—তুমি ?

আমিরণ। আমি চ'খের জলে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনা, হাঁ বাবা ! আমার কি এমনি অদৃষ্ট হবে যে তুমি পায়ে রাখ্‌বে ? এ আনন্দ রাখ্‌বার যে জায়গা পাচ্ছিনা, আমি যেন অকুল সাগরে কুল পেলুম।

আমিনী। নবাব ! নবাব ! আমি প্রতিজ্ঞা করে ছিলেম, আমীরকে দেখ্‌তে পেলে আপনার বেগম গুলজার বিবিকে এনে দিব, আমার শিরজামিন ছিল। আমীরকে

দেখ্‌তে পেয়েছি আমার সকল সাধ পূর্ণ হ'য়েছে। এখন এই নিন আপনার নিষ্কলঙ্ক চাঁদ গুলজার! এতদিন আমিই যত্নে রেখেছিলুন। এই চাঁদ মুখ দেখুন—সকল দুঃখ ভুলে যান। গুলজারকে হারিয়ে আপনি একটী মর্ম্ম পীড়িত সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, আজ গুল-জারকে বক্ষে ধারণ করে, যে নবাব সেই নবাব হ'ন।

নবাব। আমিনি! ক্ষোভ ত্যাগ কর। অতি যন্ত্রণায় তুমি আত্মহারা হয়ে পড়েছ। তোমার দোষ কি? প্রণয়ের রীতিই এই! আমীরকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলে, কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় তা নয়—আমীর গোলেনারি হবে। মিছে দুঃখ করে আর কি কর্‌বে? তোমায় বলেছিলেম, যদি গুলজারকে আবার এনে দিতে পার, তোমার সব দোষ মার্জ্জনা ক'র্‌ব। আমি তাই কল্লেম, প্রাণ খুলে মাফ্‌ কল্লেম। বর কন্যা সম্ভাষণ কর।

আমিনী। তাই হ'বে। এখন আমার বেশ ত্যাগ করিয়ে দেবে কে? তুমি?

নবাব। তাতেই বা ক্ষতি কি? আমি তোমার পিতৃতুল্য, কন্যার এই কুৎসিৎ বেশ উন্মোচন করা পিতার কর্ত্তব্য।

আমিনী। না—না—তুমি পারবে না। আমার গায়ে হাত দিয়ে ত এ পোষাক খুলবে? না তা করোনা। জ্বলে যাবে—ছাই হ'বে। আমীর, তুমি পার্‌বে কি? একটু সাধ পূর্ণ কর। তুমি আমার বেশ উন্মোচন করে দাও।

আমীর। আমিনি! তুমি আমার পরম সুহৃদ! তুমিই গোলে-

নাকে পেলুম। এস, আমি তোমার বেশ উন্মোচন করে দিই।

(বেশ উন্মোচনকরণ আমিনীর সন্ন্যাসিনী বেশে প্রকাশিত হওন)

আমিনী। আমীর। বাহ্যিক বেশ ত্যাগ করিয়ে এ কি বেশে প্রকাশ ক'ল্লে? আমার সাধ ছিল, হয় তোমার বেগম হব, নয় তোমার হাতে দরবেশনী সাজব; আজ আমার সকল সাধ পূর্ণ হ'ল। আমীর! তোমার মুখে আমি একটী কথা শুন্‌তে বড় সাধ করি। সে সাধটী পূর্ণ কর।

আমীর। আমিনি! বল, কি ক'রব বল?

আমিনী। গোলেনার দিকে প্রেমপূর্ণ চ'খে পূর্ণপ্রাণে বল, গোলেনা, আমি "তোমারই"!

আমীর। গোলেনা! আমি "তোমারই"!

আমিনী। গোলেনা! তুমি একবার আমীরকে বল।

গোলেনা। আমীর! আমি "তোমারই"!

আমিনী। নবাব! আপনি বেগমকে বলুন; বেগম, আমি "তোমারই"!

নবাব। গুলজার! আমি "তোমারই"!

আমিনী। তবে,—আমি কার? আমি কার শুনবে? শোন

(সকলের সমবেত গীত)

সিন্ধু-ভৈরবী—খেম্‌টা।

তোমারই হে আমি তোমারই !
আমি তোমা বই আর কারো নই,
তুমিই কেবল আমারই,
তোমারই হে আমি তোমারই !
আর কিছু নাহি চাই।
শুধু তুমি আর আমি, আমি আর তুমি
ইহা বিনা কিছু নাই।
তুমি কারও নও আমারই,
তোমারই হে আমি "তোমারই" !

যবনিকা পতন